যৌথমূলধনী ব্যবসায়

ইউনিট
৫

ভূমিকা

মি. রাসেল ওয়েসটিন নামে একটি গার্মেন্টস ফ্যাশন হাউজের ব্যবসায় শুরু করেন। স্বল্প পুঁজির এই ব্যবসায়ে তার বেশ আয়-রোজগার হয়। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শ্রেণির ক্রেতারা তার প্রতিষ্ঠানে তৈরি পোশাক ক্রয় করতে ভিড় জমায় প্রতিদিন। তিনি ব্যবসায়ের সমৃদ্ধি বিবেচনা করে ব্যবসায়টিকে আরো বৃহদায়তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত মূলধন। তিনি তাঁর স্ত্রী অনিতা এবং আরো ১০ জন বন্ধু মিলে 'ওয়েসটিন আউটফিটারস লিমিটেড' নামে নতুন করে কোম্পানি গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। এরজন্য তারা রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে নিবন্ধন করে ব্যবসায়টি বিস্তৃত করেন। এক সময় এটি ক্রেতাদের কাছে রাসেল সাহেবের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবেই পরিচিত ছিল, কিন্তু এখন ওয়েসটিন নামেই জনপ্রিয়।

উপরিউক্ত ঘটনাটি হতে পরিলক্ষিত হয়, বৃহদায়তন ব্যবসায়ের জন্য অধিক মূলধনের প্রয়োজন। সেজন্য মি. রাসেল এবং কয়েকজন ব্যক্তি মিলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী কিছু দলিলাদি প্রণয়নের মাধ্যমে চিরন্তন অস্তিত্বের ব্যবসায়টি গড়ে তুলেছেন। আর এই ব্যবসায়টিই হলো কোম্পানি বা যৌথ মূলধনী ব্যবসায়। এ ইউনিটে আমরা যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব, প্রকারভেদসহ বিভিন্ন দিক জানতে পারব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১ : কোম্পানি সংগঠনের ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব
পাঠ-৫.২ : কোম্পানি সংগঠনের শ্রেণিবিভাগ, সুবিধা ও অসুবিধা
পাঠ-৫.৩ : প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ধারণা, পার্থক্য
পাঠ-৫.৪ : কোম্পনি সংগঠনের গঠন পদ্ধতি
পাঠ-৫.৫ : স্মারকলিপি/ সংঘস্মারক/ পরিমেল বন্ধ এর ধারণা, বিষয়বস্তু, নমুনা ও পরিবর্তন
পাঠ-৫.৬ : পরিমেল নিয়মাবলি/ সংঘবিধির ধারণা ও বিষয়বস্তু
পাঠ-৫.৭ : বিবরণপত্রের ধারণা, বিষয়বস্তু ও বিকল্প বিবৃতি
পাঠ-৫.৮ : কোম্পানির নিবন্ধনপত্র ও কার্যারম্ভের অনুমতিপত্রের ধারণা, নমুনা
পাঠ-৫.৯ : কোম্পানির মূলধনের ধারণা ও এটি সংগ্রহের উৎসসমূহ
পাঠ-৫.১০ : শেয়ারের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ
পাঠ-৫.১১ : ঋণপত্রের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ
পাঠ-৫.১২ : কোম্পানির বিলোপসাধনের ধারণা ও এর পদ্ধতি
পাঠ-৫.১৩ : বাংলাদেশে কোম্পানি সংগঠনের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা
পাঠ-৫.১৪ : সাম্প্রতিককালের ব্যবসায়

পাঠ-৫.১ কোম্পানি সংগঠনের ধারণা, বৈশিষ্ট্য, ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কোম্পানি সংগঠন এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- কোম্পানি সংগঠনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- কোম্পানি সংগঠনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	কোম্পানি সংগঠন/ যৌথ মূলধনি ব্যবসায়, নিবন্ধনপত্র, স্মারকলিপি/পরিমেলবন্ধ, সংঘ বিধি/পরিমেল নিয়মাবলি, কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র, বিবরণপত্র/প্রসপেক্টাস, শেয়ার, ঋণপত্র।

কোম্পানি সংগঠনের ধারণা

যৌথমূলধনী ব্যবসায় বা কোম্পানি সংগঠন হলো আইনসৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী এমন এক ধরনের বৃহদায়তন ব্যবসায় সংগঠন যা অদৃশ্য, চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী, যা নিজের নাম ও সিল দ্বারা পরিচিত ও পরিচালিত হয়, যেখানে মালিকানা সীমিত দায়বিশিষ্ট শেয়ার সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত। কোম্পানির বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত করে ১৮৮২ সালে প্রথম ভারতীয় কোম্পানি আইন প্রণয়ন করা হয়। পরে এর ব্যাপক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করা হয় ১৯১৩ সালে। আবার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে বাংলাদেশে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন প্রবর্তিত হয়, যা আজও কার্যকর রয়েছে।

১৯৯৪ সালে কোম্পানি আইনের ২(১-খ) ধারায় বলা হয়েছে যে, কোম্পানি বলতে কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত ও নিবন্ধিত বা কোনো বিদ্যমান কোম্পানিকে বোঝায়।

পরিশেষে বলা যায়, কোম্পানি হলো আইন সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী, যার দায় আইন দ্বারা সীমিত, চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী, নিজ নাম ও সিলমোহর দ্বারা পরিচালিত হয় এবং বিনিয়োগকারী মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় শেয়ার ক্রয় করে মূলধন তহবিল গঠন করে।

কোম্পানি সংগঠনের বৈশিষ্ট্য

কোম্পানি সংগঠন আইন অনুযায়ী গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই এরূপ সংগঠনের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচে এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করা হলো:

১. আইন দ্বারা সৃষ্টি

কোম্পানি একটি আইন সৃষ্ট সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৪ সালের আইন দ্বারা অথবা সরকারের বিশেষ অধ্যাদেশ বলে এ ব্যবসায় গঠিত হয়। আইন সৃষ্ট হওয়ার জন্য এর গঠন প্রক্রিয়া বেশ জটিল।

২. কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা

কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বলতে এমন এক প্রকার সত্তাকে বোঝায় যা কোনো ব্যক্তি না হয়েও আইনগতভাবে ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করে। আইন দ্বারা সৃষ্ট বলে কোম্পানি সংগঠনকে তার শেয়ার মালিক থেকে আলাদা অস্তিত্ব সম্পন্ন কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

৩. চিরন্তন অস্তিত্ব

কোম্পানি আইন সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং সে সুবাদে কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হওয়ায় এর অস্তিত্ব বিলোপের ক্ষেত্রেও আইনগত দিক অনুসরন করতে হয়। সকল শেয়ার মালিক ও ব্যবসায়ের কর্মচারিরা দেউলিয়া বা মৃত্যুবরণ করলেও যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না।

৪. সীমাবদ্ধ দায়

কোম্পানির শেয়ার মালিকদের দায় সীমাবদ্ধ থাকে। এখানে ক্রয়কৃত শেয়ার মালিকরা দায়বদ্ধ থাকেন। উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি ১০ টাকা মূল্যের ১০০টি শেয়ার ক্রয় করে তাহলে তার দায় (১০ × ১০০) = ১০০০ টাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে।

৫. নিজস্ব সিলমোহর

কোম্পানি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা হওয়ার ফলে তার নিজ নামে সিলমোহর থাকে। কোম্পানির সাথে তৃতীয় পক্ষের লেনদেনের সময় এই সিলমোহর ব্যবহার করা হয় এবং কোম্পানির সকল নথিপত্রে সিল ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক।

৬. শেয়ার মূলধন

কোম্পানির মোট মূলধনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান অংশে ভাগ করা হয়, একে শেয়ার বলে। শেয়ার মালিক তার নিজ অংশের শেয়ার অন্য পক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে পারে।

৭. সদস্য সংখ্যা

কোম্পানির সদস্য সংখ্যা আইন দ্বারা নির্দিষ্ট থাকে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জন সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৭ জন এবং সর্বোচ্চ স্মারকলিপিতে বর্ণিত শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে।

উপরে আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য বর্তমানে কোম্পানি সংগঠনকে "ব্যবসায়ী জগতের কান্ডারি" হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

কোম্পানি সংগঠনের গুরুত্ব

মূলত: একমালিকানা ব্যবসায় এবং অংশীদারি ব্যবসায়ের কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে কোম্পানি সংগঠনের গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে এটি পরিচিতি লাভ করে। শিল্প বিপ্লবের পর হতেই এ ধরনের সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে এবং বৃহদায়তন উৎপাদনের মাধ্যমে বিপুল জনগণের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে অল্প সময়ের ব্যবধানে সমগ্র বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করে।

বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য অধিক মূলধনের প্রয়োজন। কোম্পানি সংগঠন বিপুল পরিমাণ শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় করে মূলধন গঠন করে এবং দক্ষ ব্যবস্থাপক নিয়োগ করে সহজেই এ ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা করতে পারে। কোম্পানি সংগঠন চিরন্তন অস্তিত্ব, আইনগত সত্তা, সীমিত দায় ইত্যাদির কারণে এটি একটি উত্তম বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা, লভ্যাংশের প্রাপ্তি ইত্যাদির সুবিধা থাকে বিধায় সাধারণ ব্যক্তিরা সঞ্চয়ে উৎসাহিত হয় এবং মূলধন গঠন করে। একমালিকানা ব্যবসায় কিংবা অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন কখনই বড় ধরনের ঝুঁকি কিংবা বিনিয়োগ করে না। সমস্ত বিশ্বে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কোম্পানি সংগঠনগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশীয় কোম্পানিগুলো থেকে হোল্ডিং কোম্পানি, সাবসিডিয়ারি কোম্পানি গঠন করায় অনেক নতুন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয় এবং সেক্ষেত্রে বহু লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়া যৌথমূলধনী ব্যবসায় সংগঠন আর্থিক সামর্থ্যতার কারণে তথ্য প্রযুক্তির ও কলা কৌশলের ব্যবহার নিশ্চিত করে। সমাজের বিভিন্ন পক্ষের প্রতি দায়িত্ব পালন, অর্থাৎ ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, খেলাধুলা ইত্যাদিতে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের সাথে পরিচিতিকরণ, পণ্য ও সেবার বাজারজাতকরণ ইত্যাদিতে বৃহদায়তন ব্যবসায় হিসেবে কোম্পানি সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পণ্য ও সেবার গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয় কোম্পানি সংগঠন। একদিকে মানুষের রুচির পরিবর্তন হয়, সভ্যতার উন্নয়ন ঘটে এবং সর্বোপরি ব্যবস্থাপনার পেশাগত দিক উন্নয়ন ঘটে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	দশটি যৌথমূলধনী ব্যবসায় সংগঠন বা কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- যৌথমূলধনী ব্যবসায় সংগঠন বা কোম্পানি হলো আইনসৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী এমন এক ধরনের বৃহদায়তন ব্যবসায় সংগঠন যা অদৃশ্য, চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী: যা নিজের নাম ও সিল দ্বারা পরিচিত ও পরিচালিত হয়, যেখানে মালিকানা সীমিত দায়বিশিষ্ট শেয়ার সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত।
- ১৯৯৪ সালে কোম্পানি আইন দ্বারা এ ব্যবসায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।
- আইন সৃষ্ট হওয়ায় এ ব্যবসায় সংগঠন গঠন করা বেশ জটিল।
- এ ব্যবসায় কোনো ব্যক্তি না হয়েও আইনগতভাবে ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করে।
- কোম্পানির শেয়ার মালিকদের দায় সীমাবদ্ধ থাকে।
- কোম্পানি কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা হওয়ার ফলে তার নিজ নামে সিলমোহর থাকে।
- কোম্পানির মোট মূলধনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমান অংশে ভাগ করা হয়, একে শেয়ার বলে।
- শেয়ার মালিক তার নিজ অংশের শেয়ার অন্য পক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে পারে।
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জন সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৭ জন এবং সর্বোচ্চ স্মারকলিপিতে বর্ণিত শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. আইনের দ্বারা সৃষ্ট ব্যবসায় হলো-
(ক) অংশীদারি (খ) যৌথমূলধনী
(গ) একমালিকানা (ঘ) আইন ব্যবসায়

২. চিরন্তন অস্তিত্বসম্পন্ন ব্যবসায় হলো-
(ক) সমবায় সমিতি (খ) রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়
(গ) যৌথমূলধনী (ঘ) একমালিকানা

৩. সর্বপ্রথম কোন্ সালে যৌথমূলধনী কোম্পানি আইন প্রণয়ন করা হয়?
(ক) ১৭৫৭ (খ) ১৮৮২
(গ) ১৯১৩ (ঘ) ১৯৯৪

৪. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা হলো-
(ক) ২ জন (খ) ৩ জন
(গ) ৫জন (ঘ) ৭ জন

৫. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা হলো-
(ক) ২ জন (খ) ৭ জন
(গ) ৯ জন (ঘ) ১১ জন

৬. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা হলো-
(ক) পঞ্চাশ জন (খ) চুক্তিপত্রে উল্লেখিত উদোক্তার সংখ্যা
(গ) একশত জন (ঘ) স্মারকলিপিতে বর্ণিত শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ

পাঠ-৫.২ কোম্পানি সংগঠনের শ্রেণিবিভাগ, সুবিধা ও অসুবিধা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কোম্পানি সংগঠনের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- কোম্পানি সংগঠনের সুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কোম্পানি সংগঠনের অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	প্রাইভেট লিঃ কোম্পানী, পাবলিক লিঃ কোম্পানী, বিধিবদ্ধ কোম্পানী, নিবন্ধিত কোম্পানী

কোম্পানি সংগঠনের শ্রেণিবিভাগ

নিবন্ধন, দায়, মালিকানা প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে যৌথমূলধনী কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। নিচে এদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হলো:

১. সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি: রাজকীয় সনদ বা ঘোষণা বলে সৃষ্ট কোম্পানিকে সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি বলে। যেমন, চাটার্ড ব্যাংক অব ইংল্যান্ড।

২. বিধিবদ্ধ কোম্পানি: দেশের সংসদ বা রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা গঠিত কোম্পানিকে বিধিবদ্ধ কোম্পানি বলে। যেমন, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিপিডিবি, রাজউক ইত্যাদি।

৩. নিবন্ধিত কোম্পানি: ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন দ্বারা গঠিত ও নিবন্ধিত কোম্পানিসমূহ এই শ্রেণির অন্তর্গত। এরূপ কোম্পানিকে নিম্নোক্তভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি: এই ধরনের কোম্পানির দায় শেয়ারহোল্ডারকে তার শেয়ার মূল্যের অতিরিক্ত কোনো দায় বহন করতে হয় না। আবার এরূপ কোম্পানিকে নিম্নোক্তভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(i) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি: এ ধরনের কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭ জন এবং সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করে। এর মালিকানা অবাধে হস্তান্তরযোগ্য।

(ii) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি: এ ধরনের কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জন। এ প্রতিষ্ঠান জনগণের মধ্যে শেয়ার বিক্রি এবং মালিকানা হস্তান্তর করতে পারে না।

(iii) সরকারি কোম্পানি: যেসব কোম্পানির আদায়কৃত মূলধনের কমপক্ষে ৫১% মালিকানা সরকারের হাতে থাকে সেগুলোকে সরকারি কোম্পানি বলা হয়।

(iv) হোল্ডিং কোম্পানি: যদি কোনো কোম্পানি অন্য কোনো কোম্পানির শতকরা ৫০% ভাগের বেশি শেয়ারের মালিক হয় বা মোট ভোটদান ক্ষমতার শতকরা ৫০ ভাগের অতিরিক্ত ভোটদান ক্ষমতা ভোগ করে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অধিকাংশ পরিচালক নিয়োগ করার ক্ষমতার অধিকারী হয়, তবে ঐ কোম্পানিকে হোল্ডিং বা নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানি বলে।

(v) সাবসিডিয়ারি কোম্পানি: কোম্পানি আইনের ২ (২) ধারা মোতাবেক, কোনো কোম্পানির ৫০% এর বেশি শেয়ার বা ভোটদানের ক্ষমতা অন্য কোনো কোম্পানির অধীনে থাকলে বা সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালক নিয়োগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষমতা অন্য কোনো কোম্পানির অধীনে থাকলে তাকে সাবসিডিয়ারি বা অধীনস্থ কোম্পানি বলে।

(খ) প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানি: এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার মালিকরা নিজেদের শেয়ারের মূল্যের অতিরিক্ত পরিমান অর্থ কোম্পানি বিলুপ্তির সময় পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

(গ) অসীম দায়বদ্ধ কোম্পানি: যে কোম্পানির শেয়ার মালিকদের দায় সীমাহীন তাকে অসীম দায়বদ্ধ কোম্পানি বলে। সাধারণত এ ধরনের কোম্পানি দেখা যায় না।

কোম্পানি সংগঠনের সুবিধা

কোম্পানি সংগঠনের সুবিধাসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

১. সীমিত দায়: কোম্পানি ব্যবসায়ের শেয়ার মালিকদের দায় শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ। এ কারণে জনগণ বিনা দ্বিধায় এ সংগঠনে বিনিয়োগ করে।

২. অধিক পুঁজি: এ জাতীয় সংগঠন জনগণের নিকট শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুঁজি সংগ্রহ করতে পারে যা অন্যান্য সংগঠনের পক্ষে সম্ভব নয়।

৩. চিরন্তন অস্তিত্ব: আইন সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা কোম্পনিকে চিরন্তন অস্তিত্ব দান করেছে। তাই কোন সদস্যের মৃত্যু বা দেউলিয়াত্বের কারণে এর বিলুপ্তি ঘটে না।

৪.স্বাধীন সত্তা: কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার কারণে এ সংগঠন নিজস্ব নাম ও সিলমোহর ব্যবহার করে তৃতীয় পক্ষের সাথে চুক্তি বা লেনদেন করতে পারে।

৫. শেয়ার হস্তান্তর যোগ্যতা: পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার যে কেউ যে কোন সময় ক্রয় করতে পারে এবং শেয়ার হোল্ডার ইচ্ছা করলে যে কোন সময় শেয়ার অন্যের নিকট হস্তান্তর করতে পারে।

৬. বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুবিধা: অধিক পুঁজি নিয়ে গঠিত হয় বলে এ সংগঠন বৃহদাকার ব্যবসায়ের সুবিধা; যেমন-এক সাথে অধিক পরিমাণ পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়, কম খরচে অধিক পরিমাণ পণ্য উৎপাদন, দক্ষ কর্মচারি নিয়োগ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিতব্যায়িতা অর্জন ইত্যাদি সুবিধা ভোগ করে।

৭. শেয়ারের প্রকারভেদ: কোম্পানি সংগঠনের শেয়ার বিভিন্ন ধরনের হওয়ায় জনগণ তাদের পছন্দ মত শেয়ার ক্রয় করতে পারে।

৮. দক্ষ পরিচালনা: এ সংগঠনের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার উপর সুদক্ষ পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকে। তাছাড়া আর্থিক সংগতি থাকার প্রয়োজনে অধিকতর যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যবস্থাপকদের এক্ষেত্রে নিয়োগ দেয়া যায়। এর ফলে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা অত্যন্ত দক্ষ হয়।

৯. আকর্ষণীয় বিনিয়োগ ক্ষেত্র: চিরন্তন অস্তিত্ব, সীমিত দায়, আইনানুগ নিয়ন্ত্রক, স্বল্প মূল্যে শেয়ার ক্রয়ের সুযোগ, শেয়ারের সহজ হস্তান্তর ইত্যাদি কারণে সকল ধরনের বিনিয়োগকারীর নিকটই এটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিনিয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত।

১০. ঋণের সুযোগ: স্বাধীন সত্তা, চিরন্তন অস্তিত্ব, জন আস্থা ইত্যাদি কারণে এরূপ ব্যবসায় সহজেই বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে।

কোম্পানির সংগঠনের অসুবিধা

নিচে কোম্পানির সংগঠনের অসুবিধা সমূহ বর্ণনা করা হলঃ

১. জটিল গঠন প্রণালী: কোম্পানি একটি আইন সৃষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। এর গঠন বেশ সময় সাপেক্ষে, আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ ও ব্যয় বহুল। এ জন্যে অনেকেই এরূপ ব্যবসায় গঠনে নিরুৎসাহিত হয়।

২. অদক্ষ পরিচালনা: এরূপ ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা তার বেতনভূক্ত তৃতীয় পক্ষের ওপর ন্যস্ত থাকায় তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত উৎসাহে অনেক ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে অনেক সময়ই অদক্ষতা বিরাজ করে।

৩. পরিচালকের স্বার্থ সিদ্ধি ঃ পরিচালকগণ শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার কারণে তারা অনেক সময় সম্মিলিতভাবে নিজেদের স্বার্থে কাজ করে। এতে ব্যবসায় ও শেয়ার মালিকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪. একচেটিয়া ব্যবসায় সৃষ্টি: বৃহদায়তন প্রকৃতিতে এ ধরনের ব্যবসায় গড়ে ওঠার কারণে অনেক সময় একচেটিয়া ব্যবসায় সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এতে ব্যবসায়ের স্বাভাবিক উন্নয়নের পথ বন্ধ হয় এবং সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫. স্বজনপ্রীতি: কোম্পানির পরিচালকগণ কোম্পানির কর্মচারি নিয়োগ, পদোন্নতি, পদচ্যুতি ইত্যাদি ব্যাপারে অনেক সময় যোগ্যতার চেয়ে অযোগ্যতা বা স্বজনপ্রীতির উপরই বেশি গুরুত্ব দেয়।

৬. পরিচালনা ব্যয়ের আধিক্য: এ ব্যবসায়ে বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠানাদি পালন, দলিল ও খাতাপত্র সংরক্ষণ, হিসাব নিরীক্ষা, শেয়ার ও ঋণ ইস্যু ইত্যাদি। বিভিন্ন কাজে যথেষ্ট উপরি খরচ হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পায়।

৭. কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা: কোম্পানি সংগঠন গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হলেও বাস্তবে এর মূল ক্ষমতা কয়েক ব্যক্তির হাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে পরিচালকদের স্বার্থের কাছে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়।

৮. সীমিত কার্যক্ষেত্র: এ কোম্পানি স্মারকলিপিতে উল্লেখ নেই এমন কোন কাজ সম্পাদন করতে পারে না। ফলে এর কর্মপরিধি নিদিষ্ট গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

৯. সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব: এ সংগঠনে ব্যবসায় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বহু আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে।

১০. গোপনীয়তার অভাব: আইন অনুযায়ী এ সংগঠনের হিসাব পত্র ও নিরীক্ষা রিপোর্ট, বার্ষিক প্রতিবেদনসহ বহু দলিলপত্র ও বিবরণ শেয়ার হোল্ডার, কোম্পানির নিবন্ধককে জনসমক্ষে পেশ করতে হয়। এতে ব্যবসায়ের গোপনীয়তা হ্রাস পায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান, তা উপরের আলোচিত পাঠের আলোকে আলাদা শিরোনামে চিহ্নিত করে উল্লেখ করুন। বাংলাদেশ বিমান, ওয়াসা, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, রহিমআফরোজ, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন, চাটার্ড ব্যাংক অব ইংল্যান্ড।

সারসংক্ষেপ

- নিবন্ধন, দায়, মালিকানা প্রভৃতি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে যৌথমূলধনী কোম্পানি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।
- রাজকীয় সনদ বা ঘোষণা বলে সৃষ্ট কোম্পানিকে সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি বলে।
- দেশের সংসদ বা রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা গঠিত কোম্পানিকে বিধিবদ্ধ কোম্পানি বলে।
- ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন দ্বারা গঠিত ও নিবন্ধিত কোম্পানিসমূহ এই শ্রেণির অন্তর্গত।
- শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানির দায় তার শেয়ার মূল্যের অতিরিক্ত কোনো দায় শেয়ারহোল্ডারকে বহন করতে হয় না।
- যেসব কোম্পানির আদায়কৃত মূলধনের কমপক্ষে ৫১% মালিকানা সরকারের হাতে থাকে সেগুলোকে সরকারি কোম্পানি বলা হয়।
- যদি কোনো কোম্পানি অন্য কোনো কোম্পানির শতকরা ৫০% ভাগের বেশি শেয়ারের মালিক হয় বা মোট ভোটদান ক্ষমতার শতকরা ৫০ ভাগের অতিরিক্ত ভোটদান ক্ষমতা ভোগ করে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অধিকাংশ পরিচালক নিয়োগ করার ক্ষমতার অধিকারী হয়, তবে ঐ কোম্পানিকে হোল্ডিং বা নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানি বলে।
- কোম্পানি আইনের ২ (২) ধারা মোতাবেক, কোনো কোম্পানির ৫০% এর বেশি শেয়ার বা ভোটদানের ক্ষমতা অন্য কোনো কোম্পানির অধীনে থাকলে বা সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালক নিয়োগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষমতা অন্য কোনো কোম্পানির অধীনে থাকলে তাকে সাবসিডিয়ারি বা অধীনস্থ কোম্পানি বলে।
- প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানির শেয়ার মালিকরা নিজেদের শেয়ারের মূল্যের অতিরিক্ত পরিমান অর্থ কোম্পানি বিলুপ্তির সময় পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।
- যে কোম্পানির শেয়ার মালিকদের দায় সীমাহীন তাকে অসীম দায়বদ্ধ কোম্পানি বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. রাজকীয় ঘোষণা বলে সৃষ্ট কোম্পানি হলো-
(ক) বিধিবদ্ধ কোম্পানি (খ) সনদপ্রাপ্ত কোম্পানি
(গ) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি (ঘ) নিবন্ধিত কোম্পানি

২. সংসদ বা রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে-
(ক) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি (খ) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
(গ) বিধিবদ্ধ কোম্পানি (ঘ) নিবন্ধিত কোম্পানি

৩. কমপক্ষে শতকরা কত ভাগ শেয়ার থাকলে সেটা সরকারি কোম্পানি হবে?
(ক) ২১% (খ) ৩১%
(গ) ৫১% (ঘ) ৬১%

৪. কোন্ ধরনের কোম্পানির অস্তিত্ব বিরল?
(ক) অসীম দায়বদ্ধ কোম্পানি (খ) সসীম দায়বদ্ধ কোম্পানি
(গ) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি (ঘ) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি

৫. যদি কোনো কোম্পানি অন্য কোম্পানির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অধিকাংশ পরিচালক নিয়োগ করার ক্ষমতার অধিকারী হয়, তবে তা–
(ক) হোল্ডিং কোম্পানি (খ) সাবসিডিয়ারি কোম্পানি
(গ) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি (ঘ) সরকারি কোম্পানি

৬. অধীনস্থ কোম্পানির নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানি হলো-
(ক) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি (খ) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
(গ) হোল্ডিং কোম্পানি (ঘ) সাবসিডিয়ারি কোম্পানি

৭. নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানি অধীনে থাকে-
(ক) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি (খ) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
(গ) হোল্ডিং কোম্পানি (ঘ) সাবসিডিয়ারি কোম্পানি

পাঠ-৫.৩ প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ধারণা, পার্থক্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	শেয়ার হস্তান্তর,

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ধারণা : এধরনের কোম্পানি তাদের গঠনতন্ত্র দ্বারাই মালিকদের মালিকানা হস্তান্তরের অধিকার সীমাবদ্ধ করে দেয় এবং জনগণের নিকট কখনই শেয়ার বিক্রি করতে পারে না। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ২ জন এবং সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ৫০ জন। এক্ষেত্রে কার্যারম্ভ পত্র প্রাপ্তির প্রয়োজন হয় না। নিবন্ধনের পর পরই ব্যবসায় শুরু করা যায়। কোনো রকম বিধিবদ্ধ সভা আহ্বানের প্রয়োজন হয় না। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির তুলনায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মূলধনের পরিমাণ এবং কর্মপরিধি কম হয়ে থাকে।

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ধারণা: শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী এ ধরনের কোম্পানি মূলধন বাজারে সাধারণ জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। সর্বনিম্ন ৭ জন সদস্য ছাড়া এ ধরনের কোম্পানি গঠন করা যায় না। সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কত হবে সেটা নির্দিষ্ট নেই। তবে কোম্পানির শেয়ার সংখ্যা দ্বারা এটা সীমাবদ্ধ। এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার বা মালিকানা হস্তান্তরের কোনো বিধিনিষেধ নেই। কোম্পানি নিবন্ধনের পর কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র না পেলে ব্যবসায় শুরু করা যায় না। কোম্পানি গঠনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে বিধিবদ্ধ সভা আহ্বান করতে হয় এবং নিবন্ধকের নিকট প্রতিবেদন পেশ করতে হয়। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির পরিচালক হওয়ার জন্য যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয়ের প্রয়োজন হয়।

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য

প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে কিছু মিল থাকলেও কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নিম্নে উভয় কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা হলোঃ

পার্থক্যের বিষয়	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
১. সংগঠন	এ কোম্পানি গঠনে কম আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় বিধায় এর গঠন তুলনামূলক সহজ।	এটা গঠনে বেশি আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় বলে এর গঠন তুলনামূলক বেশি জটিল।
২. সদস্য সংখ্যা	সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ২ এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা ৫০ জন।	সর্বনিম্ন সংখ্যা ৭জন এবং সর্বোচ্চ সদস্য শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ।
৩. কার্যারম্ভ	নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর কাজ শুরু করতে পারে।	কাজ শুরু করার জন্য নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র সংগ্রহ করতে হয়।
৪. শেয়ার বিক্রয়	জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয়ের আহবান জানাতে পারে না।	শেয়ার বিক্ররের জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাতে পারে।
৫. বিবরণ পত্র	এক্ষেত্রে বিবরণপত্র বা বিকল্প বিবৃতি তৈরির প্রয়োজন পড়ে না।	এক্ষেত্রে বিবরণপত্র বা বিকল্প বিবৃতি তৈরি করে নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হয়।
৬. শেয়ার হস্তান্তর	এর শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য নয়।	এ কোম্পনীর শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য।

পার্থক্যের বিষয়	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
৭. মূলধন ও আয়তন	সদস্য সংখ্যা কম হওয়ায় মূলধনও কম হয়। এতে আয়তন তুলনামূলক ছোট হয়।	সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় অধিক মূলধন সংগ্রহ হয়। এতে আয়তন বৃহদাকার হয়।
৮. ন্যূনতম মূলধন	কাজ শুরু করার জন্য ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় না।	কাজ শুরুর পূর্বে বাধ্যতামূলক ভাবে ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহ করতে হয়।
৯. পরিচালকের সংখ্যা	কমপক্ষে ২জন পরিচালক থাকতে হয়।	অবশ্যই তিনজন পরিচালক থাকতে হয়।
১০. পরিচালক পর্ষদ গঠন	প্রতি বৎসর পরিচালক পর্ষদ গঠনের প্রয়োজন হয় না।	প্রতি বৎসর পরিচালক পর্ষদ পুনর্গঠন করতে হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	পাবলিক ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে আরো ৩টি পার্থক্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ কোম্পানিসমূহকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলা হয়।
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হলো এমন ধরনের কোম্পানি যার শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য নয়।
- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি মূলধন সংগ্রহের জন্য জনগণের মধ্যে শেয়ার ইস্যু করতে পারে।
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের জন্য জনগণের মধ্যে কোনো রকম শেয়ার ইস্যু করার সুযোগ নেই।
- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ৭ জন এবং সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা অনুমোদিত মূলধনের শেয়ার সংখ্যা দ্বারা সীমিত।
- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ২ জন এবং সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ৫০ জন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে-

(i) সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ৭ জন;
(ii) সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ৫০ জন;
(iii) শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করা যায়।

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২. জনগণের নিকট শেয়ার ইস্যু করতে পারে না-

(ক) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি (খ) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
(গ) সাবসিডিয়ারি কোম্পানি (ঘ) সরকারি কোম্পানী

পাঠ-৫.৪ কোম্পানি সংগঠনের গঠন পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কোম্পানি সংগঠনের গঠন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	স্মারকলিপি বা পরিমেলবন্ধ, সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলী

কোম্পানি সংগঠনের গঠন

যৌথমূলধনী ব্যবসায় বা কোম্পানি সংগঠন হলো আইন সৃষ্ট ব্যবসায় সংগঠন; যা গঠিত হয় একটি ধারাবাহিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে এরূপ ব্যবসায় গঠনে যে সকল পর্যায় অতিক্রম করতে হয় তা নিচে বর্ণনা করা হলো:-

১. উদ্যোগ গ্রহণ পর্যায়

উদ্যোগ গ্রহণ বলতে কোম্পানি গঠনের জন্য উদ্যোক্তা বা প্রবর্তকগণের অনুসন্ধান, যাচাই ও সংগঠিত হওয়াকে বোঝায়। এ পর্যায়ে উদ্যোক্তাগণ ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প অনুমোদন, আর্থিক পরিকল্পনা, নাম নির্বাচন ও নামের ছাড়পত্র সংগ্রহ ইত্যাদি কার্য সম্পূর্ণ করে থাকেন।

২. দলিলপত্র প্রণয়ন পর্যায়

এ পর্যায়ে কোম্পানির পরিচালকগণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দলিল প্রণয়ন করেন। যথা: (ক) স্মারকলিপি বা পরিমেলবন্ধ ও (খ) সংঘবিধি বা পরিমেল নিয়মাবলি। স্মারকলিপি কোম্পানির প্রধান দলিল বা সংবিধান বা গঠনতন্ত্র যাতে কোম্পানির নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, মোট মূলধন ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। আর সংঘবিধিতে কোম্পানি পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়ম-বিধি লেখা থাকে।

৩. নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ পর্যায়

এ পর্যায়ে কোম্পানি নিবন্ধকের অফিস হতে নির্দিষ্ট ফি দিয়ে ফরম সংগ্রহ করে তা পূরণপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও দলিল সংযুক্ত করে নিবন্ধকের নিকট জমা দেয়া হয়। আবেদনপত্র ও দলিল যাচাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিবন্ধক কোম্পানির নাম তালিকাভুক্ত করেন। তারপর প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কাজ শুরু করতে পারে। কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কাজ শুরু করার জন্য কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয়।

৪. কার্যারম্ভ পর্যায়

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র পাওয়ার জন্য ন্যূনতম মূলধন সংগৃহীত হয়েছে এ মর্মে ঘোষণাপত্র ও বিবরণপত্র দাখিল করতে হয়। উক্ত দলিলপত্র পেয়ে নিবন্ধক সন্তুষ্ট হলে কার্যারম্ভের অনুমতি প্রদান করেন। তারপর পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কার্যক্রম শুরু করতে পারে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠন করতে কোন কোন ধাপ বা পর্যায় পর্যন্ত মিল আছে এবং কোন পর্যায়ে অমিল আছে তা আলাদা শিরোনামে লিপিবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

- যৌথমূলধনী ব্যবসায় বা কোম্পানি সংগঠন হলো আইন সৃষ্ট ব্যবসায় সংগঠন; যা গঠিত হয় একটি ধারাবাহিক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে।
- এর গঠন প্রণালীতে যে সকল পর্যায় অতিক্রম করতে হয়, তা হলোঃ উদ্যোগ গ্রহণ, দলিলপত্র প্রণয়ন, নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ এবং কার্যারম্ভ।
- উদ্যোগ গ্রহণ বলতে কোম্পানির গঠনের জন্য উদ্যোক্তাগণের অনুসন্ধান, যাচাই ও সংগঠিত হওয়াকে বোঝায়।
- দলিলপত্র প্রণয়ন পর্যায়ে কোম্পানির পরিচালকগণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি দলিল প্রণয়ন করেন।
- প্রথমটি স্মারকলিপি এবং দ্বিতীয়টি সংঘবিধি।
- স্মারকলিপি কোম্পানির প্রধান দলিল যাতে কোম্পানির নাম, ঠিকানা, উদ্দেশ্য, মোট মূলধন ইত্যাদি উল্লেখ থাকে।
- আর সংঘবিধিতে কোম্পানি পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়ম-বিধি লেখা থাকে।
- নিবন্ধন পর্যায়ে কোম্পানি নিবন্ধকের অফিস হতে নির্দিষ্ট ফি দিয়ে ফরম সংগ্রহ করে তা পূরণপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও দলিল সংযুক্ত করে নিবন্ধকের নিকট জমা দেয়া হয়।
- আবেদনপত্র ও দলিল যাচাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিবন্ধক কোম্পানির নাম তালিকাভুক্ত করেন।
- কার্যারম্ভ পর্যায়ে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র ছাড়াই কাজ শুরু করতে পারে। কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে কাজ শুরু করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোম্পানি গঠনের প্রথম কাজটি কে করেন?
(ক) প্রবর্তকগণ (খ) শেয়ারহোল্ডারগণ
(গ) পরিচালকগণ (ঘ) চাটার্ড একাউন্টে

২. কোম্পানির গঠনতন্ত্র হলো-
(ক) বিবরণপত্র (খ) স্মারকলিপি
(গ) সংঘবিধি (ঘ) নিবন্ধনপত্র

৩. কোম্পানির অভ্যন্তরীন পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলির বিবরণ থাকে কোন্ দলিলে-
(ক) পরিমেল বন্ধ (খ) বিবরণপত্র
(গ) পরিমেল নিয়মাবলি (ঘ) নিবন্ধনপত্র

৪. নিবন্ধনপত্র ইস্যু করেন-
(ক) পরিচালক (খ) নিরীক্ষক
(গ) সলিসিটর (ঘ) নিবন্ধক

৫. কার্যারম্ভের অনুমতি পাওয়ার জন্য প্রয়োজন-
(i) বিবরণপত্র;
(ii) পরিচালকদের যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয়ের ঘোষণাপত্র;
(iii) ন্যুনতম মূলধন সংগ্রহের প্রমাণ।
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৫ স্মারকলিপি/ সংঘস্মারক/ পরিমেল বন্ধ এর ধারণা, বিষয়বস্তু , নমুনা ও পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের স্মারকলিপি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের স্মারকলিপির বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।
- যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের স্মারকলিপির নমুনা আঁকতে পারবেন।
- যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের স্মারকলিপির পরিবর্তন বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	উদ্দেশ্য ধারা, মূলধন ধারা ও দায় ধারা

স্মারকলিপি/সংঘস্মারক/পরিমেল বন্ধ

উদ্ভাবন লিমিটেড একটি অর্গানিক খাবার পণ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। জৈব সার দ্বারা উৎপাদিত শাক-সবজি ও প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত মাছ-মাংস রাজধানী ঢাকায় সরবরাহ করার নিমিত্তে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফার্মগেটে এদের হেড অফিস হলেও কৃষি খামার ও বাগান রাজশাহীর রাজাবাজারে। প্রতিদিন ঢাকার বাজারে শাক-সবজি, ডেইরি ফার্মের দুধ, মাছ ও মাংস নিয়ে আসা হয়। ঢাকার বাসিন্দাদের ফরমালিন, ক্যালসিয়াম কার্বাইডের মত বিষ মেশানো খাবার থেকে বাঁচাতে তাদের এই প্রচেষ্টা। তারা দশ বন্ধু সমভাবে ১০ কোটি টাকা নিয়ে ব্যবসায় শুরু করেন তাই তাদের দায়ও সমান সমান।

উপরের ঘটনাটিতে উদ্ভাবন লিমিটেড কোম্পানির সমস্ত তথ্যাদি যেমন- ঠিকানা, উদ্দেশ্য, কার্যপরিধি, ক্ষমতার সীমা ও দায় ইত্যাদি বর্ণিত আছে। এটিই উদ্ভাবন লিমিটেড কোম্পানির মূল দলিল যাকে স্মারকলিপি বা পরিমেলবন্ধ বলা হয়ে থাকে।

স্মারকলিপি হলো কোম্পানির মূল দলিল, সনদ বা সংবিধান যাতে কোম্পানির মূল বিষয়াবলি বিশেষত উদ্দেশ্য, কার্যপরিধি ও ক্ষমতার সীমা নির্দেশ করা হয় এবং যা দ্বারা কোম্পানির সাথে শেয়ারহোল্ডার ও তৃতীয় পক্ষের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। এটিকে কোম্পানির গঠনতন্ত্রও বলা হয়।

স্মারকলিপি বা পরিমেলবন্ধের বিষয়বস্তু বা ধারাসমূহ

স্মারকলিপি বা পরিমেলবন্ধে নিম্নোক্ত ৬টি ধারা বা বিষয়বস্তু বিদ্যমান থাকে। যথা:

১. নাম ধারা;
২. অবস্থান ও ঠিকানা ধারা;
৩. উদ্দেশ্য ধারা;
৪. মূলধন ধারা;
৫. দায় ধারা;
৬. সম্মতি ধারা।

নিম্নে কোম্পানি আইন অনুসারে স্মারকলিপি বা পরিমেলবন্ধের ধারাসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো:

১. **নাম ধারা:** এ ধারায় কোম্পানির প্রস্তাবিত নাম লেখা থাকে। সীমিত দায়সম্পন্ন কোম্পানি হওয়ার কারণে এর নামের শেষে অবশ্যই সীমিত বা লিমিটেড (Ltd.) শব্দটি উল্লেখ থাকতে হয়। কোম্পানি আইনের ১১ ধারা মতে নাম চূড়ান্তকরণের বেলায় নিম্নোক্ত শর্তসমূহ বিবেচনা করতে হয়।
   - আগে থেকে চালু বা কর্মরত কোনো কোম্পানির নাম রাখা যাবে না।

- সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনের দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এমন নাম রাখা যাবে না।
- রাষ্ট্রপ্রধান, জাতিসংঘ, কোনো জোট বা এর কোনো অঙ্গসংস্থার নামের সাথে সম্পর্ক রয়েছে বলে ধারণা করা যায় এমন কোনো নাম রাখা যাবে না।

২. **অবস্থান ও ঠিকানা ধারা:** এই ধারাটিতে কোম্পানির নিবন্ধিত প্রধান কার্যালয়ের অবস্থান ও বিস্তারিত ঠিকানা লেখা থাকে।

৩. **উদ্দেশ্য ধারাঃ** এটি কোম্পানির স্মারকলিপি বা পরিমেলবন্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারা। এই ধারায় কোম্পানির কার্যক্ষমতার সীমারেখা নির্দিষ্ট করা হয়। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোম্পানি যে সকল কর্মকাণ্ড বা ব্যবসায়ে জড়িত হবে তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ থাকে। কেননা উদ্দেশ্য ধারায় উল্লেখ করা হয়নি এমন কোনো কাজ কোম্পানি করতে পারবেনা।

৪. **মূলধন ধারা:** কোম্পানি প্রস্তাবিত মোট মূলধন বা অনুমোদিত মূলধনের পরিমান যে ধারায় উল্লেখ থাকে তাকে স্মারকলিপির মূলধন ধারা বলে। স্মারকলিপির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন না এনে মূলধন ধারার বর্ণিত মূলধনের অতিরিক্ত মূলধন কোম্পানি কখনোই সংগ্রহ করতে পারবে না।

এ ধারায় যা অন্তর্ভুক্ত থাকে-

- মোট মূলধনের পরিমান;
- শেয়ারের ধরন ও সংখ্যা;
- প্রতিটি শেয়ারের মূল্য।

৫. **দায় ধারা:** এ ধারায় শেয়ার মালিকদের দায়ের প্রকৃতি উল্লেখ থাকে। অর্থাৎ শেয়ার মালিকদের দায় শেয়ার মূল্য দ্বারা, না প্রতিশ্রুতি দ্বারা সীমাবদ্ধ তা এ ধারায় উল্লেখ করা হয়।

৬. **সম্মতি ধারা:** প্রত্যেক স্মারকলিপির শেষ অংশে প্রবর্তকগণ বা পরিচালকগণ একজন সাক্ষীর সামনে নির্দিষ্ট শেয়ার ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি এবং স্মারকলিপিতে বর্ণিত সকল বিষয়ে সম্মতি দিয়ে যে ঘোষণা প্রদান করে তাই সম্মতি ধারা।

স্মারকলিপির নমুনা

মীরা স্টীল মিলস্ লিমিটেড

স্মারকলিপি

(১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী প্রণীত)

১. **কোম্পানির নামঃ** মীরা স্টীল মিলস্ লিমিটেড।

২. **কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস:** সেনা কল্যাণ ভবন, ২০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

৩. **কোম্পানির গঠনের উদ্দেশ্যসমূহ:**

- বিভিন্ন লৌহ, লৌহজাত ও ইস্পাত সামগ্রী উৎপাদন ও আমদানিকরণ;
- শো-রুম, বিক্রয় কেন্দ্র, ডিলার, এজেন্ট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশে বিদেশে পণ্য বিক্রয় করা।
- উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সঙ্গতি এবং আনুষ্ঠানিক ও প্রয়োজনীয় সকল কার্য সম্পাদন করা।

৪. **কোম্পানির আওতাভুক্ত এলাকা:** কোম্পানির কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপি চলবে।

৫. **মূলধন :** কোম্পানির মূলধনের পরিমাণ হবে ১০ কোটি টাকা, যা প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ১০০ লক্ষ সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত হবে।

৬. **সদস্যদের দায়:** কোম্পানির সদস্যদের দায় শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে।

আমরা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ এই মর্মে সম্মতি প্রদান করছি যে, স্মারকলিপিতে উল্লিখিত শর্ত অনুসারে একটি কোম্পানি গঠনে ইচ্ছুক এবং আমাদের নামের ডান পাশে বর্ণিত নির্দিষ্ট অঙ্কের শেয়ার ক্রয়েও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ক্রমিক নং	সম্মতিদানকারি ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা	ক্রয়েচ্ছু শেয়ারের পরিমাণ	মূলধনের পরিমাণ (প্রতিটি ১০ টাকা হারে)	স্বাক্ষর ও টিপসই
১.	আসাদ আলী রাজশাহী	৭০০০০	৭ লক্ষ টাকা	(আসাদ আলী)
২.	অরুন কুমার দে নাটোর	৭০০০০	৭ লক্ষ টাকা	(অরুন কুমার দে)
৩.	লতিফুল ইসলাম পাবনা	৫০০০০	৫ লক্ষ টাকা	(লতিফুল ইসলাম)
৪.	মো: আবুল কালাম কুষ্টিয়া	৫০০০০	৫ লক্ষ টাকা	(মো: আবুল কালাম)
৫.	মি. ডেভিড যশোর	৫০০০০	৫ লক্ষ টাকা	(মি. ডেভিড)
৬.	রূপালী খাতুন বগুড়া	৫০০০০	৫ লক্ষ টাকা	(রূপালী খাতুন)
৭.	সুনীল বড়ুয়া খুলনা	৩০০০০	৩ লক্ষ টাকা	(সুনীল বড়ুয়া)
৮.	সেলিম চৌধুরী সিলেট	৩০০০০	৩ লক্ষ টাকা	(সেলিম চৌধুরি)
	মোট	৪০০০০০ শেয়ার (চার লক্ষ শেয়ার)	৪০,০০,০০০ টাকা (চল্লিশ লক্ষ টাকা)	

তারিখ: ২০ মার্চ ২০১৬ খ্রি.
উপরিল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর সত্যায়িত করা হলো:
সাক্ষীর স্বাক্ষর:

১. স্বাক্ষর
(এডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী)
বাংলাদেশ হাইকোর্ট, ঢাকা
বাসস্থানের ঠিকানা
২৭ ধানমন্ডি, ঢাকা

২. স্বাক্ষর
(মো: সাইফুল ইসলাম)
জিএম, পপুলার ডায়গনস্টিক সেন্টার, ঢাকা
বাসস্থানের ঠিকানা
৩৭, বনানী, ঢাকা।

স্মারকলিপির পরিবর্তন

কোম্পানি আইনের ১২ নং ধারা অনুযায়ী কোনো কোম্পানি বিশেষ সিদ্ধান্তক্রমে নিম্নলিখিত সকল বা যে কোনো কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনে কোম্পানির উদ্দেশ্য সম্পর্কিত এর স্মারকলিপির পরিবর্তন করতে পারে।

ক. মিতব্যয়িতা বা অধিকতর দক্ষতার সাথে এর কার্যাবলি পরিচালনা করা; অথবা

খ. নতুন বা উন্নততর উপায়ে এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা; অথবা

গ. যে সকল এলাকায় এর কার্যাবলি পরিব্যাপ্ত সেই সকল এলাকার সম্প্রসারণ বা পরিবর্তন করা; অথবা

ঘ. বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কোম্পানির কার্যাবলির সাথে সুবিধাজনকভাবে বা লাভজনকভাবে সংযুক্ত হতে পারে এমন কোনো কার্যাবলি পরিচালনা করা; অথবা

ঙ. সংঘস্মারকে নির্দিষ্টকৃত যে কোনো উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করা বা এতে বাধা-নিষেধ আরোপ করা; অথবা

চ. কোম্পানির গৃহীত কোনো উদ্যোগের সম্পূর্ণ বা আংশিক বিক্রয় বা নিষ্পত্তি করা; অথবা

ছ. অন্য কোনো কোম্পানি বা ব্যক্তিসংঘের সাথে একত্রিত হওয়া।

নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোম্পানি আইনের ১১ ধারার বিধান প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	একটি বলপেন কোম্পানির স্মারকলিপির নমুনা অংকন করুন।

সারসংক্ষেপ

- স্মারকলিপি কোম্পানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল।
- স্মারকলিপি ব্যতীত কোম্পানির নিবন্ধন অসম্ভব।
- এই দলিলে উল্লিখিত উদ্দেশ্যের বাইরে কোম্পানি কোনো কাজ করতে পারে না।
- তৃতীয় পক্ষের সাথে কোনো চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে এ দলিল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।
- বিনিয়োগকারীগণ স্মারকলিপি দেখে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়।
- কোনো কোম্পানি তার ক্ষমতার বহির্ভুত কোনো কাজ করছে কিনা তা স্মারকলিপির মাধ্যমে বোঝা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোম্পানি গঠনতন্ত্র হলো-

(ক) বিবরণপত্র (খ) স্মারকলিপি

(গ) পরিমেল নিয়মাবলি (ঘ) নিবন্ধনপত্র

২. স্মারকলিপিতে মোট ধারার সংখ্যা হলো-

(ক) ৪টি (খ) ৫টি

(গ) ৬টি (ঘ) ৭টি

৩. পরিমেল বন্ধের ক্ষেত্রে-

(i) চুক্তিপত্র প্রস্তুত করা বাধ্যতামূলক;

(ii) নিবন্ধন বাধ্যতামূলক;

(iii) এতে কোম্পানির কার্যপরিধি নির্দেশিত হয়।

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৬ পরিমেল নিয়মাবলি/ সংঘবিধির ধারণা ও বিষয়বস্তু

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের পরিমেল নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের পরিমেল নিয়মাবলির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	সলিসিটর, ম্যানেজিং এজেন্ট, অবলেখক

পরিমেল নিয়মাবলি/সংঘবিধি

কোম্পানির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো পরিমেল নিয়মাবলি বা সংঘবিধি। এই দলিলে কোম্পানির দৈনন্দিন অভ্যন্তরীণ পরিচালনার নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ থাকে। স্মারকলিপিতে কোম্পানির উদ্দেশ্যসমূহ লিপিবদ্ধ থাকে, কিন্তু এসব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সেটা নির্দেশ করা হয় পরিমেল নিয়মাবলির মাধ্যমে।
যদি কোনো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি পরিমেল নিয়মাবলি তৈরি করতে না পারে তাহলে ১৯৯৪ সালে কোম্পানি আইনের ১৮ ধারা অনুযায়ী কোম্পানি আইনের তফসিল-১ এ পরিমেল নমুনা হিসেবে প্রদত্ত টেবিল এ গ্রহণ করতে পারবে।

পরিমেল নিয়ামাবলির বিষয়বস্তু

ক. দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা : পরিমেল নিয়মাবলি/সংঘবিধিতে প্রধানত কোম্পানির দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিয়ম উল্লেখ থাকে।

খ. পরিচালক সংক্রান্ত নিয়মাবলি

১. পরিচালক নিয়োগ পদ্ধতি
২. প্রথম পরিচালকদের নাম, ঠিকানা ও পেশা
৩. যোগ্যতাসূচক শেয়ার সংখ্যা
৪. পরিচালকের সংখ্যা
৫. পরিচালকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
৬. পরিচালকদের ক্ষমতা ও অধিকার
৭. পরিচালকদের অবসরগ্রহণ
৮. পরিচালকদের অপসারণ

গ. অন্যান্য কর্মকর্তা সংক্রান্ত নিয়মাবলি

১. সচিব নিয়োগ পদ্ধতি
২. ব্যবস্থাপক নিয়োগ পদ্ধতি
৩. অবলেখক নিয়োগ পদ্ধতি
৪. অবলেখকদের নাম, ঠিকানা ও পেশা
৫. সলিসিটর নিয়োগ পদ্ধতি
৬. ম্যানেজিং এজেন্ট নিয়োগ পদ্ধতি
৭. ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা

ঘ. মূলধন সংক্রান্ত নিয়মাবলি

১. অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ
২. মূলধনের শ্রেণিবিভাগ
৩. মূলধন পরিবর্তনের নিয়ম
৪. সর্বনিম্ন মূলধনের পরিমাণ
৫. মূলধনের শ্রেণিবিভাগ

ঙ. শেয়ার সংক্রান্ত নিয়মাবলি

১. শেয়ারের অভিহিত মূল্য
২. শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ
৩. মোট শেয়ারের সংখ্যা
৪. শেয়ার বিক্রয় পদ্ধতি
৫. অবলেখকের কমিশন
৬. শেয়ার হস্তান্তরের নিয়ম
৭. শেয়ার বাজেয়াপ্তকরণ
৮. শেয়ার পুনর্বিলিকরণ
৯. শেয়ারহোল্ডারদের পরিচিতি
১০. শেয়ারহোল্ডারদের ক্ষমতা
১১. শেয়ারহোল্ডারদের দায়- দায়িত্ব

চ. লভ্যাংশ সংক্রান্ত নিয়মাবলি

১. সংরক্ষিত আয়
২. বিভিন্ন তহবিলে স্থানান্তর সংক্রান্ত নিয়ম
৩. লভ্যাংশ ঘোষণা
৪. বোনাস শেয়ার সংক্রান্ত নিয়ম

ছ. সভা সংক্রান্ত নিয়মাবলি

১. বিভিন্ন ধরনের সভা
২. সভা আহ্বান
৩. সভা পরিচালনা
৪. সভার বিবরণী সংক্রান্ত নিয়ম
৫. প্রক্সি সংক্রান্ত নিয়ম
৬. কোরাম সংক্রান্ত নিয়ম
৭. জরুরি সভা সংক্রান্ত নিয়ম
৮. ভোট গ্রহণ পদ্ধতি

জ. হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত নিয়মাবলি

১. হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি
২. নিরীক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি
৩. নিরীক্ষকের পারিশ্রমিক
৪. হিসাব নিরীক্ষা পদ্ধতি
৫. নিরীক্ষকের অপসারণ
৬. বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন

ঝ. ঋণ সংক্রান্ত নিয়মাবলি

১. ঋণ গ্রহণ পদ্ধতি
২. ঋণ গ্রহণের সর্বোচ্চসীমা
৩. প্রতিপূরক তহবিল গঠন

ঞ. বিলোপসাধন সংক্রান্ত নিয়মাবলি

১. বিলোপসাধন পদ্ধতি

২. বিলোপের ক্ষেত্রে সম্পত্তির বণ্টন সংক্রান্ত নিয়ম

৩. বিলোপের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের দায় পরিশোধ সংক্রান্ত নিয়ম।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ

পরিমেল বন্ধ ও পরিমেল নিয়মাবলির মধ্যে ৫টি পার্থক্য চিহ্নিত করুন।

পরিমেল বন্ধ	পরিমেল নিয়মাবলি
*	*
*	*

সারসংক্ষেপ

- পরিমেল নিয়মাবলি কোম্পানির দৈনন্দিন অভ্যন্তরীণ পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মের দলিল
- এটি তৈরি করা বাধ্যতামূলক নয়।
- পরিমেল নিয়মাবলি কোম্পানির আইন ও পরিমেল বন্ধ অনুযায়ী প্রণীত ও নিয়ন্ত্রিত।
- পরিমেল নিয়মাবলির নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়।
- কোম্পানির আইন অনুযায়ী পরিমেল নিয়মাবলির পরিবর্তে তফসিল-১ এ বর্ণিত TABLE-A ব্যবহার করা যেতে পারে।
- পরিমেল নিয়মাবলি পরিবর্তন বা সংশোধনের জন্য বিশেষ সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে এবং দুই তৃতীয়াংশ শেয়ারহোল্ডারদের সমর্থনের প্রয়োজন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোম্পানির অভ্যন্তরীণ পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলির বিবরণ থাকে কোন্ দলিলে?

(ক) পরিমেলবন্ধে (খ) বিবরণপত্রে

(গ) সংঘবিধিতে (ঘ) নিবন্ধনপত্রে

২. পরিমেল নিয়মাবলির পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়-

(ক) টেবিল এ (খ) টেবিল বি

(গ) টেবিল সি (ঘ) টেবিল ডি

৩. পরিমেল নিয়মাবলির ক্ষেত্রে-

(i) নিবন্ধন বাধ্যতামূলক;

(ii) বিকল্প হিসেবে টেবিল এ ব্যবহার করা যায়;

(iii) অভ্যন্তরীন পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যাখ্যা থাকে।

নিচের কোন্টি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৭ বিবরণপত্রের ধারণা, বিষয়বস্তু ও বিকল্প বিবৃতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যৌথমূলধনী সংগঠনের বিবরণপত্র বর্ণনা করতে পারবেন ।
- যৌথমূলধনী সংগঠনের বিবরণপত্রের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যৌথমূলধনী সংগঠনের বিবরণপত্রের বিকল্প বিবৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	বিবরণপত্র ও বিবরণ পত্রের বিকল্প বিবৃতি

বিবরণপত্র

পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি নিবন্ধিত হবার পর মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে জনগণকে কোম্পানির শেয়ার/ঋণপত্র ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে যে প্রচারপত্র বা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, তাকে কোম্পানির বিবরণপত্র বলে। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ১৪২ (১) ধারা অনুযায়ী যে দলিল দ্বারা জনগণের নিকট শেয়ার বা ডিবেঞ্চার (ঋণপত্র) বিক্রয়ের প্রস্তাব পেশ করা হয়, তাই বিবরণপত্র বা প্রসপেক্টাস।

অর্থাৎ বিবরণপত্রের উদ্দেশ্য হলো-

- জনসাধারণকে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি সম্পর্কে অবহিত করা;
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপক ও পরিচালকদের নাম প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা সৃষ্টি করা;
- বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করা ইত্যাদি।

বিবরণপত্রের বিষয়বস্তু

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের সাথে সংযুক্ত তফসিল-৩ এ বিবরণপত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিবরণ দেয়া আছে। বিবরণপত্রে সাধারণত নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়-

১. কোম্পানির নাম;
২. কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা;
৩. কোম্পানির উদ্দেশ্যাবলির বর্ণনা;
৪. স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরকারীগণের নাম, ঠিকানা, পেশা এবং তাদের যোগ্যতাসূচক শেয়ারের পরিমাণ;
৫. কোম্পনির স্মারকলিপির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;
৬. কোম্পানির পরিমেল নিয়মাবলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;
৭. পরিচালকমন্ডলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা ম্যানেজিং এজেন্ট ও ব্যবস্থাপকের নাম, ঠিকানা, পারিশ্রমিক ও নিয়োগ পদ্ধতি;
৮. কোম্পানিতে পরিচালকগণের স্বার্থ;
৯. প্রবর্তকদের নাম, ঠিকানা, দেয় অর্থের পরিমান ও তাদেরকে দেয় প্রদত্ত সুবিধা;
১০. কোম্পানির মোট অনুমোদিত মুলধনের পরিমাণ;
১১. মূলধনের শ্রেণিবিভাগ, ও প্রত্যেক প্রকার মূলধনের পরিমাণ;
১২. শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ, প্রত্যেক ধরনের শেয়ারের মোট পরিমাণ ও এদের আঙ্কিক মূল্য;
১৩. ব্যাংকার, দালাল, সলিসিটর, আইন উপদেষ্টা ও অডিটরের নাম ও ঠিকানা;
১৪. শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয়ের জন্য অবলেখক নিযুক্ত হয়ে থাকলে তার নাম, ঠিকানা ও পারিশ্রমিক;

১৫. কোম্পানির হিসাবরক্ষকদের নাম ও ঠিকানা;
১৬. কোম্পানির হিসাব বই পরিদর্শনের নিয়মাবলি;
১৭. কোম্পানি নিবন্ধনের পূর্বে বা গঠনকালীন সময়ে ক্রয়কৃত কোনো সম্পত্তির বিবরণ;
১৮. কোম্পানির সাথে কারও চুক্তি হয়ে থাকলে তার বিশদ বিবরণ;
১৯. ব্যবসায়ের কোনো ইতিহাস থাকলে তার বিবরণঃ
২০. কোম্পানি তহবিল এবং তহবিলের অর্থ মূলধনে রূপান্তরিত হয়ে থাকলে তার বিবরণ ইত্যাদি।

বিবরণপত্রের বিকল্প বিবৃতি

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ১৪১ ধারা অনুযায়ী যে সকল ক্ষেত্রে কোম্পানি প্রসপেক্টাস বা বিবরণপত্র ইস্যু করে না সেক্ষেত্রে উক্ত আইনের তফসিল-৪ এ প্রদত্ত ছক মোতাবেক বিকল্প বিবরণপত্র কোম্পানির নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	যে কোনো একটি কাল্পনিক ব্যবসায় সংগঠনের বিবরণপত্র বা প্রসপেক্টাস তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

- বিবরণপত্র একটি বিজ্ঞপ্তি বা প্রচারপত্রের মতো যার মাধ্যমে জনসাধারণকে একটি কোম্পানির শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয়ের আহ্বান জানানো হয়।
- বিবরণপত্রের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা।
- প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নাম প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থা তৈরি করা।
- সর্বোপরি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. জনসাধারণকে শেয়ার ক্রয়ের জন্য আহবান জানানো হয় নিচের কোন্‌টির মাধ্যমে?
(ক) স্মারকলিপি (খ) সংঘবিধি
(গ) বিবরণপত্র (ঘ) কার্যারম্ভপত্র

২. বিবরণপত্রের উদ্দেশ্য হলো-
(i) কোম্পানির সংবাদ জ্ঞাপন করা;
(ii) কোম্পানির প্রতি জনগণের আস্থা সৃষ্টি করা;
(iii) বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করা।
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৮ কোম্পানির নিবন্ধনপত্র ও কার্যারম্ভের অনুমতিপত্রের ধারণা, নমুনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কোম্পানি সংগঠনের নিবন্ধনপত্রের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কোম্পানি সংগঠনের কার্যারম্ভের অনুমতিপত্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কোম্পানি সংগঠনের কার্যারম্ভের অনুমতিপত্রের একটি নমুনা অংকন করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	নিবন্ধন পত্র ও কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র

কোম্পানির নিবন্ধনপত্র

আমরা আগেই জেনেছি যে, কোম্পানি একটি আইনসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৪ সালের কোম্পানির আইন অনুযায়ী বলা হয়েছে যে, সীমাহীন কিংবা সীমাবদ্ধ যে কোনো কোম্পানিকে ব্যবসায়ের কাজ শুরু করার জন্য নিবন্ধকের নিকট হতে নিবন্ধনপত্র সংগ্রহ করতে হয়। নিবন্ধনপত্র পেতে হলে কোম্পানির প্রবর্তক বা উদ্যোক্তাদের কিছু আইনগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। অর্থাৎ আবেদনপত্রের সাথে বিভিন্ন প্রকার দলিলপত্র, স্ট্যাম্প ফি, সরকারি ট্রেজারি চালান ফি, ইত্যাদি সংযুক্ত করে নিবন্ধকের নিকট জমা দিলে নিবন্ধক যদি সন্তুষ্ট হন, তাহলে তিনি নিবন্ধন সংক্রান্ত একটি পত্র ইস্যু করেন, এটাই নিবন্ধনপত্র। নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর পরই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ব্যবসায়ের কাজ শুরু করতে পারে। কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে এরূপ দলিল পাওয়ার পরও কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করা না পর্যন্ত ব্যবসায়িক কাজ শুরু করতে পারে না। নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পূর্বে কোম্পানি শেয়ার বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে না।

কোম্পানির নিবন্ধনপত্রের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যৌথ মূলধনী কোম্পানির নিবন্ধকের কার্যালয়
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

নিবন্ধনপত্র

পত্র নং এ ৭৩৩/ক৫৪৫/১৪ তারিখ: ২০ মার্চ ২০১৬

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী 'রূপালী ফুড লিঃ' কে আজ ২০মার্চ, ২০১৬ রবিবার, শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত করা হলো।

(সিলমোহর ও স্বাক্ষর)
নিবন্ধক

কার্যারম্ভের অনুমতিপত্রের ধারণা

কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী নিবন্ধনপত্র পেলেই ব্যবসায় শুরু করা যায় না। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ১৫০ (২) ধারা অনুযায়ী কোম্পানিসমূহের রেজিস্ট্রার বা নিবন্ধক অনুমতিপত্র দেয়ার পরই ব্যবসায় শুরু করা যায়। এটাকেই কার্যারম্ভের অনুমতি পত্র বলা হয়। কোম্পানি গঠনের ক্ষেত্রে সব ধরনের প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পরই প্রাইভেট লি. কোম্পানি কার্যারম্ভ করতে পারে। কিন্তু পাবলিক লি. কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে হয়। এ পর্যায়ে পাবলিক লি. কোম্পানিকে নিম্নলিখিত দলিলপত্রসহ নিবন্ধকের নিকট কার্যারম্ভের অনুমতি চাইতে হয়।

- ন্যূনতম চাঁদা সংগৃহীত হয়েছে এ মর্মে ঘোষণাপত্র (১ কপি)
- পরিচালকগণ যোগ্যতাসূচক শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করেছেন এই মর্মে ঘোষণাপত্র (১ কপি)
- বিবরণপত্র বা বিকল্প বিবরণপত্র (১ কপি)

উপরিউক্ত দলিলপত্রাদি যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছে এই মর্মে সত্যতা যাচাইপূর্বক কোম্পানির কমপক্ষে একজন পরিচালক কিংবা সচিব একটি ঘোষণাপত্র প্রদান করবে। দলিলপত্রগুলোসহ আবেদন পাওয়ার পর সবকিছু ঠিক থাকলে নিবন্ধক পাবলিক লি. কোম্পানিকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র প্রদান করে। এ পত্র পাওয়ার পরই পাবলিক লি. কোম্পানির কাজ শুরু করতে পারে।

কার্যারম্ভের অনুমতিপত্রের নমুনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যৌথ মূলধনী কোম্পানির নিবন্ধকের কার্যালয়
মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র

পত্র নং এ ৬৩৩/ক৩৪৫/১২ তারিখ: ২০ মার্চ ২০১৬

আমি এই মর্মে ছাড়পত্র প্রদান করছি যে, ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী নিবন্ধনকৃত 'রূপালী ফার্মাসিউটিক্যাল লি.' যা অদ্য নির্ধারিত ফরমে কোম্পানি আইনের ৫০ ধারা অনুযায়ী শর্তাদি পালন করে একটি ঘোষণাপত্র পেশ করছে, তাকে কার্যারম্ভের অনুমতি প্রদান করা হলো।

আজ ২০ মার্চ ২০১৬ সাল রবিবার, সকাল ১০ টা হতে এ আদেশ কার্যকর হবে।

স্বাক্ষর
নিবন্ধক
(সিলমোহর)

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্রের ৫টি ইতিবাচক দিক চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

- কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র ছাড়া পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি কার্যারম্ভ করতে পারে না।
- উক্ত কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র পেতে কোম্পানিকে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল যেমন- বিবরণপত্র, যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয়ের ঘোষণাপত্র, ন্যূনতম চাঁদা আদায়ের ঘোষণাপত্র ইত্যাদি জমা দিতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ব্যবসায় শুরু করার জন্য প্রয়োজন−

(ক) বিবরণপত্র (খ) কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র
(গ) নিবন্ধনপত্র (ঘ) ঘোষণাপত্র

২. কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র পাওয়ার জন্য প্রয়োজন-

(i) বিবরণপত্র; (ii) পরিচালকদের যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয়ের ঘোষণাপত্র; (iii) ন্যূনতম মূলধন সংগ্রহের প্রমাণপত্র।
নিচের কোন্‌টি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৯ কোম্পানির মূলধনের ধারণা ও এটি সংগ্রহের উৎসসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কোম্পানি সংগঠনের মূলধন এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কোম্পানি সংগঠনের মূলধন সংগ্রহের উৎসসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	কোম্পানী মূলধন, ব্যবসায় ঋণ, ঋণ রেখা, ঘুর্ণায়মান রেখা

কোম্পানির মূলধনের ধারণা

কোম্পানির মূলধন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যবসায়ের মূলধন, ঋণ, নগদ তহবিলের উৎস ইত্যাদি চিহ্নিত করা যায় এবং উক্ত উৎস হতে সংগৃহীত অর্থ বা তহবিলকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং সর্বোপরি সুষ্ঠু বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থাগমন বৃদ্ধি করা যায়। কোম্পানির মূলধন স্বল্পমেয়াদে, মধ্যমেয়াদে এবং দীর্ঘমেয়াদে সংগ্রহ করা যেতে পারে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মেয়াদের মূলধন সংগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ। আর্থিক ব্যবস্থাপককে তাই বিভিন্ন মেয়াদভিত্তিক মূলধন সংগ্রহের উৎসগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হয়।

- **স্বল্পমেয়াদি মূলধন সংগ্রহ:** স্বল্প সময়ের জন্য যে মুলধন সংগ্রহ করা হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি মূলধন সংগ্রহ বলে। এই সময় সাধারণত এক বছর বা তার চেয়ে কম সময় হয়ে থাকে।
- **মধ্যমেয়াদি মূলধন সংগ্রহ:** স্বল্পমেয়াদি অর্থ সংগ্রহ এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সংগ্রহ এর মধ্যবর্তী সময়ের জন্য যে মূলধন সংগ্রহ করা হয় তাকে মধ্যমেয়াদি মূলধন সংগ্রহ বলে। এই সময়কাল সাধারণত এক বছর হতে পাঁচ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- **দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সংগ্রহ:** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পত্তিতে অর্থ বিনিয়োগের জন্য যে ঋণ বা মূলধন সংগ্রহ করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সংগ্রহ বলে। এই মূলধনের মেয়াদ সাধারণত ৫ বছরের অধিক হয়। কেউ কেউ আবার এই মেয়াদ বলতে ১০ বছরের অধিক সময়কে বুঝিয়ে থাকেন।

স্বল্পমেয়াদি মূলধনের উৎস

স্বল্পমেয়াদি মূলধনের উৎস নিম্নে দেয়া হলো:

- **স্বতঃস্ফুর্ত অর্থায়ন:** যে ঋণ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা যায় কিংবা ঋণ গ্রহণের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না তাকে স্বত:স্ফুর্ত অর্থায়ন বলে।
- **ব্যবসায় ঋণ:** পুনঃবিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যখন কোনো পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের নিমিত্তে ঋণ গ্রহণ করা হয় তাকে ব্যবসায় ঋণ বলে। ব্যবসায় ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে নতুন করে ঋণ নবায়ন হয়।
- **ক্রেতাদের নিকট অগ্রিম:** উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অনেকসময় ক্রেতাদের কাছ থেকে পণ্যসামগ্রীর মূল্য বাবদ অগ্রিম অর্থ সংগ্রহ করে, যা অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থসংস্থান হিসেবে বিবেচিত।
- **মুদ্রাবাজার ঋণ:** যে বাজারে স্বল্পমেয়াদে আর্থিক সম্পদ বা সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে মুদ্রাবাজার ঋণ বলে।
- **বাণিজ্যিক পত্র:** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বল্পমেয়াদের জন্য বাণিজ্যিক কাগজ বিক্রি করে অর্থসংগ্রহ করে চলতি মূলধনের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। বাণিজ্যিক কাগজ সাধারণত জামানতবিহীন হয়ে থাকে। যা পরিশোধের সর্বোচ্চ সময় ২৭০ দিন।

- **ব্যাংকের স্বীকৃতি পত্র:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে, গুদামজাতকরণে বা বিদেশে মালামাল পরিবহণ ইত্যাদি কাজে ব্যবসায়ে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বল্পমেয়াদের অর্থায়নের প্রয়োজন হলে ব্যাংকের স্বীকৃতি পত্রের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়।
- **জামানতহীন ঋণ:** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে যখন কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না তাকে জামানতহীন ঋণ বলে।
- **ঋণ রেখা:** ঋণ রেখা হলো এমন ঋণ চুক্তি, যার মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহককে ১ বছরের জন্য নির্দিষ্ট হার সুদে বা মুনাফায় নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর করে থাকে। তবে ব্যাংকে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা থাকলে এ ঋণ প্রদান করা হয়।
- **ঘূর্ণায়মান ঋণ:** ঘূর্ণায়মান ঋণ হলো এক প্রকার ঋণ চুক্তি, যার মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহককে জামানতবিহীন সর্বোচ্চ পরিমাণ ঋণ মঞ্জুরের অঙ্গীকার করে থাকে। তবে যে পরিমাণ ঋণ ব্যবহার করে থাকে তার উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ বা মুনাফা প্রদান করতে হয়।
- **লেনদেন ঋণ:** ঋণ রেখা বা ঘূর্ণায়মান ঋণ চুক্তি ব্যবসায়িক প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হলেও কোনো একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে ঋণ ব্যবহারের প্রয়োজন হলে তা সফল হয় না। তবে নির্দিষ্ট কোনো লেনদেনের প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্য অর্থের প্রয়োজন হলে লেনদেন ঋণ খুবই কার্যকরী।
- **অন্যান্য উৎস:** উপরিল্লিখিত উৎসমূহ ছাড়াও স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের অন্যান্য উৎসগুলো হচ্ছে- ১.বাণিজ্যিক ব্যাংক ২. দেশীয় মহাজন ৩. সমবায় ব্যাংক ৪. শিল্প ব্যাংক ও ভুমি বন্ধকি ব্যাংক প্রভৃতি।

দীর্ঘমেয়াদি মূলধনের উৎস

ক. অভ্যন্তরীণ উৎস: কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যখন প্রতিষ্ঠানের ভিতর থেকে কিংবা নিজস্ব সম্পদ থেকে যে অর্থায়ন করে তাকে অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন বলে।

- **মালিকের নিজস্ব তহবিল:** প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়ের মালিকগণ বা উদ্যোক্তাগণ যে মূলধন সরবরাহ করে থাকে তাকে মালিকের নিজস্ব তহবিল বা মালিকানা মূলধন বলে।
- **সংরক্ষিত মুনাফা:** যৌথমূলধনী কোম্পানির অর্জিত সম্পূর্ণ মুনাফা শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বন্টন না করে এর যে অংশ প্রতিষ্ঠানে রেখে নগদ প্রবাহ সৃষ্টি করা হয় বা বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয় তাকে সংরক্ষিত মুনাফা বলে। যেমন- সাধারণ সঞ্চিতি, সমতাকরণ তহবিল, নিমজ্জিত তহবিল ইত্যাদি।
- **সাধারণ সঞ্চিতি:** ব্যবসায়ে নীট মুনাফা হতে সম্পূর্ণ অংশ লভ্যাংশ আকারে বণ্টন না করে এর কিছু অংশ সঞ্চিতি আকারে রেখে যে তহবিল সৃষ্টি করা তাকে সাধারণ সঞ্চিতি বলে। ব্যবসায়ের লাভজনক খাতে এটি বিনিয়োগ করা হয়।
- **লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল:** ব্যবসায়ের শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ স্থিতিশীল করার জন্য নীট মুনাফা হতে যে পরিমান অর্থ দিয়ে তহবিল প্রদান করা হয় তাকে লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল বলে।
- **অবচয় সঞ্চিতি তহবিল:** ব্যবসায়ে যে স্থায়ী সম্পত্তির ব্যবহার করা হয় তার উপর প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ অবচয় হিসাবে ধরে রাখা হয় যা হতে পরবর্তীতে ঐ সম্পত্তি প্রতিস্থাপন করা যায়। সম্পত্তি পুনঃক্রয় না করা পর্যন্ত ঐ তহবিল ব্যবসায়ের প্রয়োজনে দীর্ঘমেয়াদি অর্থের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

খ. বাহ্যিক উৎস: ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যখন নিজস্ব সম্পদ থেকে অর্থায়ন না করে বাইরের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থ এনে ব্যবসায় অর্থায়নের ব্যবস্থা করলে সেই করে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসায়ের অর্থায়নের বাহ্যিক উৎস বলে।

১. প্রাতিষ্ঠানিক উৎস: দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যখন ঋণ গ্রহণ করে তখন তাকে অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস বলে।

- **বিমা কোম্পানি:** বিমা কোম্পানিগুলো যে পরিমান প্রিমিয়াম পেয়ে থাকে তার সবটুকু বিমার দাবি বা ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করে না। উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ হিসেবে প্রদান করে থাকে।
- **ইজারা কোম্পানি:** ইজারা বা Leasing Company গুলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে।

- **অবলেখক:** অবলেখকরা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শুধু শেয়ার বিক্রির দায়িত্বই গ্রহণ করে না, অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদিতে ঋণ সুবিধাও প্রদান করে।

২. অপ্রাতিষ্ঠানক উৎস: প্রতিষ্ঠান ব্যতিত অন্য উৎস হতে যখন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ঋণ গ্রহণ করে তখন তাকে অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস বলে।

- **শেয়ার:** পাবলিক লি. কোম্পানিগুলো বিভিন্ন প্রকার শেয়ার বিক্রি করে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন করে থাকে।
- **ঋণপত্র:** অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান ঋণপত্র বা বন্ড বিক্রির মাধ্যমে অর্থায়ন করে থাকে।
- **রূপান্তরযোগ্য সিকিউরিটিজ:** যৌথমূলধনী কোম্পানি সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরযোগ্য শর্তে ঋণপত্র বা অগ্রাধিকার শেয়ার বিক্রি করে দীর্ঘমেয়াদিতে অর্থসংস্থান করে থাকে।

এ ছাড়াও যে সকল উৎসসমূহ দীর্ঘমেয়াদি অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, তা নিম্নরূপ:

১. শেয়ার বিক্রয়;
২. ঋণপত্র বিক্রয়;
৩. সম্পত্তি বিক্রয়;
৪. শিল্প ব্যাংক;
৫. বন্ধকি ব্যাংক;
৬. ইস্যু-হাউজ;
৭. প্রবর্তক;
৮. বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারী;
৯. ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি;
১০. শেয়ার বাজার;
১১. আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থা;
১২. আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিশ্ব ব্যাংক;
১৩. সরকারি অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ

কোম্পানি সংগঠনের মূলধন সংগ্রহের স্বল্পমেয়াদি উৎস ও দীর্ঘমেয়াদি উৎসসমূহের মধ্যে ৫টি পার্থক্য চিহ্নিত করুন।

স্বল্পমেয়াদি উৎস	দীর্ঘমেয়াদি উৎস
*	*
*	*

সারসংক্ষেপ

- কোম্পানির স্বল্প সময়ের জন্য যে মূলধন সংগ্রহ করা হয়, তাকে স্বল্পমেয়াদি মূলধন সংগ্রহ বলে। এর সময় সাধারণত এক বছর বা তার চেয়ে কম হয়ে থাকে।
- কোম্পানির স্বল্পমেয়াদি অর্থ সংগ্রহ ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সংগ্রহের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য যে মূলধন সংগ্রহ করা হয়, তাকে মধ্যমেয়াদি মূলধন সংগ্রহ বলে। এর সময়কাল সাধারণত এক বছর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- কোম্পানি সংগঠনের স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগের জন্য যে মূলধন সংগ্রহ করা হয়, তাকে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সংগ্রহ বলে। এর মেয়াদ সাধারণত ৫ বছরের অধিক হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের অভ্যন্তরীন উৎস কোনটি?

(ক) সাধারণ শেয়ার (খ) বিনিয়োগ ব্যাংক

(গ) সংরক্ষিত আয় (ঘ) ঋণপত্র

২. কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস কোনটি?

(ক) রূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র (খ) সাধারণ শেয়ার

(গ) অগ্রাধিকার শেয়ার (ঘ) ইজারা অর্থায়ন

৩. নিচের কোন্টি মিশ্র সিকিউরিটি?

(ক) সাধারণ শেয়ার (খ) অগ্রাধিকার শেয়ার

(গ) ঋণপত্র (ঘ) রূপান্তরযোগ্য শেয়ার

৪. কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের অভ্যন্তরীন উৎস হলো-

(i) অবচয় তহবিল;

(ii) সংরক্ষিত তহবিল;

(iii) অগ্রাধিকার শেয়ার ।

নিচের কোন্টি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫. কোম্পানির মূলধন সংগ্রহের বাহ্যিক উৎস হলো-

(i) সম্পদ বিক্রয়;

(ii) আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(iii) ঋণপত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬. কোম্পানির তহবিল সংগ্রহের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস হলো-

(i) সাধারণ শেয়ার;

(ii) ইজার অর্থায়ন;

(iii) ঋণপত্র

নিচের কোন্টি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.১০ শেয়ারের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের শেয়ার এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	শেয়ার, শেয়ারহোল্ডার, বোনাস শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার

শেয়ারের ধারণা

কোম্পানি সংগঠনের মূলধনকে সমপরিমাণ মূল্যের ক্ষুদ্র এককে ভাগ করা হলে তার প্রত্যেকটি একককে শেয়ার বলে। তাই বলা যায় শেয়ার হলো কোম্পানির মালিকানার প্রতীক। যিনি শেয়ার ক্রয় করেন তিনি শেয়ারহোল্ডার এবং শেয়ার বিক্রয় হতে সংগৃহীত অর্থকে শেয়ার মূলধন বলে।

শেয়ারের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তা নিম্নরূপঃ

- শেয়ার কোম্পানির মূলধনের ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ;
- প্রতিটি শেয়ারের মূল্য সমপরিমাণ হয়ে থাকে;
- শেয়ারহোল্ডারের কোম্পানির উপর আংশিক মালিকানা স্বত্ব জন্মায়;
- কোম্পানির উপর শেয়ারহোল্ডারের কিছু চুক্তিগত অধিকার থাকে;
- শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য অবস্থার সম্পত্তি হিসেবে গণ্য;
- কোম্পানিতে শেয়ারহোল্ডারের কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্যও বহাল থাকে।

শেয়ারের প্রকারভেদ

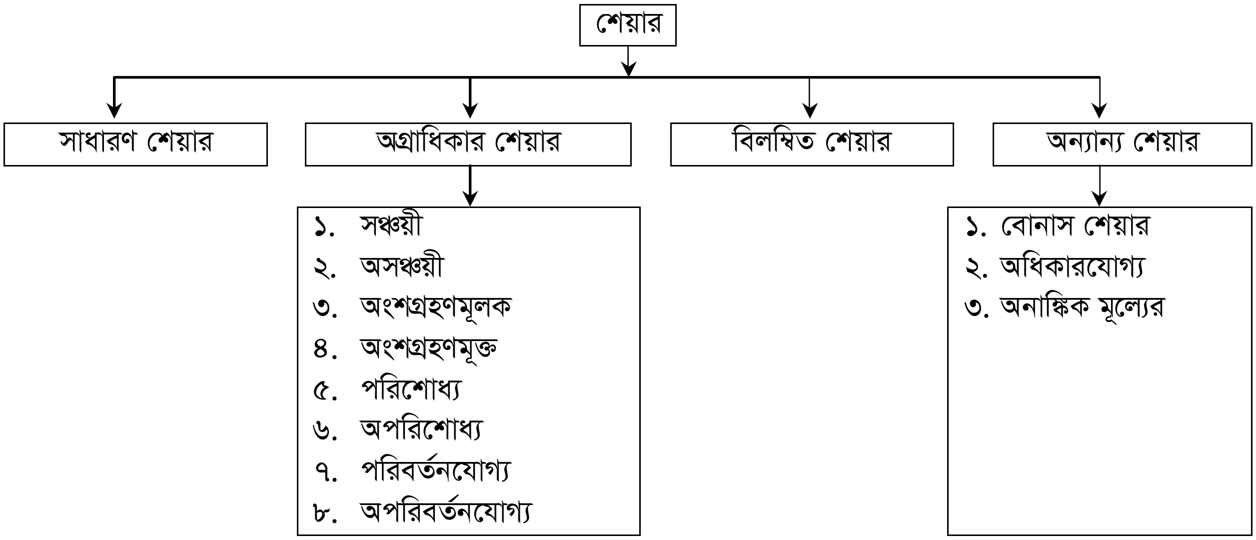

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার শেয়ারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো:

শেয়ারের প্রকার	বৈশিষ্ট্য
ক. সাধারণ শেয়ার	▪ কোম্পানিতে এই শেয়ারমালিকদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য অধিক থাকে ▪ তারা সাধারণ অধিকারের ভিত্তিতে লভ্যাংশ ভোগ করে ▪ তারা মূলধন ফেরত পায়
খ. অগ্রাধিকার শেয়ার	▪ এই শেয়ারমালিকগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ ভোগ করে ▪ তারা মূলধন ফেরত পায়
১. সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার	▪ এই শেয়ারের মালিকগণ প্রতি বছর মুনাফা হতে একটা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায় ▪ এই শেয়ারের বিপরীতে কোনো বছর মুনাফা না হলেও উক্ত নির্দিষ্ট হার অনুযায়ী লভ্যাংশ সঞ্চিতি হিসেবে জমা থাকে ▪ পরবর্তীতে মুনাফা অর্জিত হলে শেয়ারের মালিকগণ বকেয়া সঞ্চিতিসহ লভ্যাংশ প্রাপ্ত হয়।
২. অ-সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার	▪ এই শেয়ারের মালিকগণ মুনাফা হলেই শুধু তা হতে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায় ▪ এই শেয়ারের বিপরীতে মুনাফা অর্জিত না হলে ঐ বছর কোনো লভ্যাংশ সঞ্চিতি আকারে পরবর্তিতে শেয়ারের মালিকগণ পায় না
৩. অংশগ্রহণমূলক অগ্রাধিকার শেয়ার	▪ এই শেয়ারের মালিকগণ প্রথমত নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রাপ্ত হয় ▪ পরবর্তিতে তারা সাধারণ শেয়ার মালিকদের মধ্যে লভ্যাংশ বন্টনের সময় পুনরায় তাতে অংশগ্রহণ করে
৪. অংশগ্রহণমুক্ত অগ্রাধিকার শেয়ার	▪ এই শেয়ারের মালিকগণ মুনাফা হতে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায় ▪ তারা সাধারণ শেয়ার মালিকদের মত লভ্যাংশ বন্টনের ক্ষেত্রে পুনরায় অংশ পায় না ▪ সাধারণত অগ্রাধিকারযুক্ত শেযার বলতে এ ধরনের শেয়ারকেই বোঝায়
৫. পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার	▪ এই শেয়ারের মালিকগণকে শেয়ারের মূল্য নির্দিষ্ট সময়ান্তে পরিশোধ করে কোম্পানি শেয়ার ফেরত নিতে পারে
৬. অপরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার	▪ এই শেয়ারের মালিকগণ লভ্যাংশ প্রাপ্তি ও মূলধন প্রত্যাবর্তনে অগ্রাধিকার পায় ▪ কোম্পানি বিলোপের পূর্বে কোম্পানি হতে তারা শেয়ারের মূল্য ফেরত পায় না
৭. পরিবর্তনযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার	▪ এই শেয়ারের মালিকগণ শেয়ার বিক্রয়ের শর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ান্তে অগ্রাধিকার শেয়ারকে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরের সুযোগ পায়
৮. অপরিবর্তনযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার	▪ শেয়ারের মালিকগণ এই অগ্রাধিকার শেয়ারকে কখনই সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর বা বিনিময় করতে পারে না
গ. বিলম্বিত শেয়ার	▪ এই শেয়ারের মালিকগণ অগ্রাধিকার ও সাধারণ শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ বন্টন এবং মুলধন ফেরত দেওয়ার পর অবশিষ্ট লভ্যাংশ ও মূলধন পায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	সাধারণ শেয়ার ও অগ্রাধিকার শেয়ারের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

- কোম্পানির প্রকৃত মালিকানার প্রতীক হলো সাধারণ শেয়ার।
- সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণের দায় সীমিত, ভোটদানের ক্ষমতা থাকে, শেয়ার হস্তান্তর করতে পারে এবং মূলধন ফেরত পান।
- অগ্রাধিকার শেয়ার মূলত: মিশ্র সিকিউরিটি। কারণ এর মধ্যে সাধারণ শেয়ার ও ঋণপত্র উভয়ের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
- অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারদের নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় এবং সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের পূর্বে তা দেয়া হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. কোম্পানির প্রকৃত মালিকানার প্রতীক হলো-
(ক) সাধারণ শেয়ার (খ) অগ্রাধিকার শেয়ার
(গ) বিলম্বিত শেয়ার (ঘ) প্রবর্তকদের শেয়ার

২. কোন্ ধরনের শেয়ার লভ্যাংশ বণ্টনে সবার আগে অধিকার পায়?
(ক) সাধারণ শেয়ার (খ) অগ্রাধিকার শেয়ার
(গ) বিলম্বিত শেয়ার (ঘ) প্রবর্তকদের শেয়ার

৩. সাধারণ শেয়ারের বৈশিষ্ট্য হলো-
(i) ভোটাধিকার;
(ii) হস্তান্তরযোগ্য;
(iii) নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রাপ্তি।
নিচের কোন্টি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. অগ্রাধিকার শেয়ারের বৈশিষ্ট্য হলো-
(i) নির্দিষ্ট হারে লভাংশ প্রাপ্তি;
(ii) ভোটাধিকার;
(iii) সাধারণ শেয়ারের পূর্বে লভ্যাংশ প্রাপ্তির অধিকার।
নিচের কোন্টি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.১১ ঋণপত্রের ধারণা ও শ্রেণিবিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের ঋণপত্র বর্ণনা করতে পারবেন।
- যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের ঋণপত্রের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	ঋণপত্র, শুণ্য কুপন বন্ড

ঋণপত্র

কোম্পানি যখন জনগণের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে তখন প্রমাণস্বরূপ যে দলিল বা প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে তাই ঋণপত্র। সুনির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে কোম্পানি ঋণপত্র ইস্যু করে থাকে। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যে ঋণ স্বীকৃতিপত্র ইস্যু করে জনগণ বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ঋণ সংগ্রহ করে তাকে ঋণপত্র বলে। অন্যভাবে বলা যায় ঋণপত্রে ঋণের শেয়ার এবং সুদের বা মুনাফার হার সুনির্দিষ্ট থাকে। ঋণপত্রে কর সুবিধা পাওয়া যায়।

ঋণত্রের শ্রেণিবিভাগ

ঋণপত্রের নাম	সংজ্ঞা
১. সাধারণ ঋণপত্র	কোম্পানি ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা হিসেবে তার কোনো নির্দিষ্ট বা যাবতীয় সম্পত্তি আবদ্ধ বা বন্ধক না রেখে এই ঋণপত্র বিক্রয় করে।
২. বন্ধকি ঋণপত্র	কোম্পানি ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা হিসেবে যদি ঋণপত্রে গৃহীত ঋণের বিপক্ষে কোনো নির্দিষ্ট বা কোম্পানির যাবতীয় সম্পত্তি আবদ্ধ বা জামানত হিসেবে বিবেচিত হবে বলে উল্লেখ করে তবে তাকে বন্ধকি ঋণপত্র বলে।
৩. পরিশোধযোগ্য ঋণপত্র	যদি ঋণপত্রে এমন শর্তের উল্লেখ থাকে যে নির্দিষ্ট সময় পরে আসল অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে কোম্পানি ঋণপত্র ফেরত গ্রহণ করতে পারবে তবে তাকে পরিশোধযোগ্য ঋণপত্র বলে।
৪. অপরিশোধযোগ্য ঋণপত্র	ঋণপত্রে বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী কোম্পানি বিলোপের পূর্বে যে ঋণপত্রের অর্থ পরিশোধে কোম্পানি বাধ্য থাকে না তাকে অপরিশোধযোগ্য ঋণপত্র বলে।
৫. নিবন্ধিত ঋণপত্র	যে ঋণপত্রের ক্রেতার নাম, ঠিকানা, ঋণপত্রের ক্রমিক সংখ্যা ইত্যাদি কোম্পানির বইতে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে নিবন্ধিত ঋণপত্র বলে।
৬. অনিবন্ধিত ঋণপত্র	যে ঋণপত্রের ক্রেতাদের নাম, ঠিকানা, ক্রমিক সংখ্যা কোম্পানির বহিতে আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ করা হয় না তাকে অনিবন্ধিত ঋণপত্র বলে।
৭. রূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র	যে ঋণপত্র বিক্রয়ের শর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পরে এটা ফেরত নিয়ে কোম্পানি তার বিপক্ষে শেয়ার ইস্যু করে তাকে রূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র বলে।
৮. রূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র	যে ঋণপত্র ফেরত নিয়ে কোম্পানি কখনই শেয়ার ইস্যু করে না তাকে অপরিবর্তনযোগ্য ঋণপত্র বলে।
৯. শূণ্য কূপন বণ্ড বা ঋণপত্র	এ ধরনের বন্ডের উপর কোনো সুদ প্রদান করা হয় না, ইস্যু করার সময় Face value বা লিখিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্য ইস্যু করার হয় এবং মেয়াদ পূর্তিতে লিখিত মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ ফেরত দেয়া হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	শেয়ার ও ঋণপত্রের মধ্যে ৫টি পার্থক্য চিহ্নিত করুন।	
	শেয়ার	**ঋণপত্র**
	*	*
	*	*

সারসংক্ষেপ

- ঋণপত্র হলো ঋণের দলিল যার বিক্রয়লব্ধ অর্থ কোম্পানির জন্য ঋণ।
- ঋণপত্রের মালিকগণ কোম্পানি হতে সুদ বা মুনাফা পায়, কিন্তু কোম্পানির উপর কোনো চুক্তিগত অধিকার জন্মায় না।
- ঋণপত্র হস্তান্তরযোগ্য কোনো অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয় না।
- ঋণপত্রের মালিকগণের ভোটদানের ক্ষমতা নেই কিংবা নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাই পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. যে ঋণপত্র বিক্রয়ের শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পরে কোম্পানি এই ঋণপত্রের বিপক্ষে শেয়ার ইস্যু করে তা হলো-
(ক) রূপান্তরযোগ্য ঋণপত্র (খ) পরিশোধযোগ্য ঋণপত্র
(গ) বন্ধকী ঋণপত্র (ঘ) নিবন্ধিত ঋণপত্র

২. ঋণপত্রের বৈশিষ্ট্য হলো-
(i) বাহ্যিক তহবিল;
(ii) নির্দিষ্ট ব্যয়;
(iii) কর সুবিধা।
নিচের কোন্টি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩. শূণ্য কূপন বণ্ডের ক্ষেত্রে-
(i) কোনো সুদ দেয়া হয় না;
(ii) বাট্টায় ইস্যু করা হয়;
(iii) সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয়।
নিচের কোন্টি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.১২ কোম্পানির বিলোপসাধনের ধারণা ও এর পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যৌথমূলধনী ব্যবসায়ের বিলোপসাধন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	কোম্পানীর বিলোপ সাধন

কোম্পানির বিলোপসাধনের ধারণা

কোম্পানি একটি পৃথক আইনগত সত্তা, তাই ইচ্ছা করলেই একমালিকানা বা অংশীদারি ব্যবসায়ের ন্যায় হঠাৎ করে তা বন্ধ করে দেয়া যায় না। এর গঠন যেমন আইনের নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী হয়, তেমনি বিলোপসাধনও হয় আইনের নির্দিষ্ট বিধান মোতাবেক। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২৩৪(১) ধারা অনুযায়ী একটি কোম্পানির বিলোপসাধন বা অবসায়ন তিনভাবে হতে পারে। যেমন:

(ক) আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন;
(খ) স্বেচ্ছাকৃত বিলোপসাধন;
(গ) আদালতের তত্ত্বাবধানে বিলোপসাধন।

(ক) আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী আদালতের নির্দেশে বাধ্যতামূলকভাবে একটি কোম্পানির অবসায়ন বা বিলোপসাধন হতে পারে। উক্ত আইনের ২৪১ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত কারণে একটি কোম্পানির বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন ঘটতে পারে:

১। কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত বিশেষ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে;
২। সংবিধিবদ্ধ সভা অনুষ্ঠান করতে ব্যর্থ হলে;
৩। নিবন্ধিত হওয়ার এক বছরের মধ্যে কার্যারম্ভ করতে না পারলে;
৪। সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা হ্রাস পেলে;
৫। ঋণ পরিশোধ করতে অসমর্থ হলে;
৬। আদালত কর্তৃক বিলোপসাধনই যুক্তিসংগত মনে হলে।

(খ) স্বেচ্ছাকৃত বিলোপসাধন

আদালতের কোনোরূপ হস্তক্ষেপ ছাড়াই কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ বা পাওনাদারগণ যদি স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে সেটা হলো স্বেচ্ছাকৃত বিলোপসাধন। কোম্পানি আইনের ২৮৬ (১) ধারা অনুযায়ী স্বেচ্ছাকৃত বিলোপসাধন তিন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে হতে পারে:

১। সাধারণ সিদ্ধান্ত;
২। বিশেষ সিদ্ধান্ত;
৩। অতিরিক্ত সাধারণ সিদ্ধান্ত।

(গ) আদালতের তত্ত্বাবধানে বিলোপসাধন

কোম্পানি আইনের ৩১৬ ধারা মোতাবেক বিশেষ সিদ্ধান্ত বা অসাধারণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কোম্পানির সদস্যগণ বিলোপসাধনের প্রস্তাব গ্রহন করলে আদালত এরূপ নির্দেশ দিতে পারে যে, বিলোপসাধন প্রক্রিয়া আদালতের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। এটাই আদালতের তত্ত্বাবধানে বিলোপসাধন। এ ধরনের বিলোপসাধনের জন্য সাধারণত পাওনাদার, প্রদায়ক বা অন্য কোনো ব্যক্তি

আদালতে আবেদন করতে পারেন। এখানে শেয়ারহোল্ডার বা পাওনাদারের অনুরোধক্রমে আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অবসায়ক (Liquidator) যাবতীয় বিলুপ্তির কাজ সম্পাদন করেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে আপনার এলাকায় 'ঝুমা ডেইরি ফার্ম লিমিটেড' যৌথমূলধনী কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন লাভ করে। প্রবর্তকদের নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি এবং অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগানোর অভাবে ২০১৪ সালের ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি কাজ শুরু করতে পারেনি। উপরে পাঠের আলোকে প্রতিষ্ঠানটিতে কোন্ ধরনের বিলোপসাধন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

- ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২৩৪(১) ধারা অনুযায়ী একটি কোম্পানির বিলোপসাধন বা অবসায়ন তিনভাবে হতে পারে।
- আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক বিলোপসাধন, স্বেচ্ছাকৃত বিলোপসাধন ও আদালতের তত্ত্বাবধানে বিলোপসাধন।
- ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী আদালতের নির্দেশে বাধ্যতামূলকভাবে একটি কোম্পানির অবসায়ন বা বিলোপসাধন হতে পারে।
- আদালতের কোনোরূপ হস্তক্ষেপ ছাড়াই কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ বা পাওনাদারগণ যদি স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন তা হলো স্বেচ্ছাকৃত বিলোপসাধান।
- কোম্পানি আইনের ৩১৬ ধারা মোতাবেক বিশেষ সিদ্ধান্ত বা অসাধারণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কোম্পানির সদস্যগণ বিলোপসাধনের প্রস্তাব গ্রহন করলে আদালত এরূপ নির্দেশ দিতে পারে যে, বিলোপসাধন প্রক্রিয়া আদালতের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. সাধারণত কোম্পানির অবসায়ন হয়ে থাকে-
(ক) ২ ভাবে (খ) ৩ ভাবে
(গ) ৪ ভাবে (ঘ) ৫ ভাবে

২. সংবিধিবদ্ধ সভা অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে উপযুক্ত বিলোপসাধন হলো-
(ক) আদালতের তত্ত্বাবধানে (খ) স্বেচ্ছাকৃত
(গ) আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক (ঘ) বিশেষ ঘটনা সাপেক্ষে

৩. আদালত কর্তৃক বাধ্যতামূলক বিলোপসাধনের ক্ষেত্র হলো-
(i) সংবিধিবদ্ধ সভা অনুষ্ঠানে ব্যর্থতা;
(ii) সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা হ্রাস পাওয়া;
(iii) ঋণ পরিশোধে অসমর্থতা।
নিচের কোন্টি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.১৩ বাংলাদেশে কোম্পানি সংগঠনের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে কোম্পানি সংগঠনের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	মনিটরিং

বাংলাদেশে কোম্পানি সংগঠনের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

১৯৯০ দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশে কোম্পানি সংগঠনের বিকাশ ব্যাপকভাবে শুরু হলেও সেটা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছেছে তা বলা যাবে না। বর্তমানে এ ব্যবসায়ে ধারাটি প্রবৃদ্ধির স্তরে রয়েছে বলে মনে করা হয়। দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তাদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ, সরকারের বিনিয়োগবান্ধব নীতি এবং সর্বোপরি সাধারণ জনগণের কোম্পানি সংগঠন সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে অতীতের যে কোনে সময়ের তুলনায় বর্তমানে যৌথমূলধনী বা কোম্পানি সংগঠনের বিকাশের ক্ষেত্রে অনুকুল পরিবেশ বিরাজ করছে। তবে এর পাশাপাশি কিছু নেতিবাচক দিকও আছে। যেমন- কোম্পানিসমূহের জবাবদিহিতার অভাব, সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিভিন্ন আইন ও বিধি থাকা সত্ত্বেও সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগ ও মনিটরিংয়ের অভাব ইত্যাদির কারণে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে হতাশাও আছে। অনেকে মনে করেন বিনিয়োগকারীদের পুঁজি যথাযথ সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং দক্ষতার সাথে বিনিয়োগ বিকল্পসমূহ বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা সকল বিনিয়োগকারীর নাই। আবার সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কোম্পানি সংগঠনের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ উভয়েরই অভাব আছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। এছাড়া কোম্পানিসমূহের ব্যবস্থাপনা আরো দক্ষ হওয়া প্রয়োজন। শ্রমিক কর্মচারিদের মজুরি ও বেতন-ভাতা তাদের জীবনধারণের জন্য যথোপযুক্ত নয়। গার্মেন্টস খাতসহ বিভিন্ন খাতে শ্রমিকদের কর্ম নিরাপত্তাও অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নের সম্মুখীন। প্রদত্ত তথ্যমতে নির্দেশিত নিরাপত্তামূলক বিধানসমূহ অনেকক্ষেত্রেও সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে না। যথার্থ অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা, নিয়মিত মহড়া ও বিকল্প চলাচলের পথ না থাকায় সামান্য দুর্ঘটনাতে অনেক বেশি হতাহত হয়। এ ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনায় কোম্পানি ও দেশের বিনিয়োগ পরিবেশ বিনষ্ট হয় এবং বর্হিবিশ্বে দেশের সুনাম ক্ষুন্ন হয়।

বিভিন্ন নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যবসায় উদ্যোগ মনোভাব, সরকারের সদিচ্ছা ইত্যাদি কারণে বর্তমানে মূলধন বাজারে বিনিয়োগ অনেকাংশে বেড়েছে। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ঘরে বসেই পুঁজিবাজারে লেনদেন করতে পারছে। সিডিবিএল-এর (সেন্ট্রাল ডিপজিটরি ব্যবস্থার) কারণে লেনদেনের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও প্রতারণার সুযোগ অনেক সীমিত হয়ে গেছে। সর্বোপরি দেশে বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ব্যবসায় শিক্ষা ব্যাপক বিকাশের ফলে কোম্পানি সংগঠনসমূহের বর্তমানে দক্ষ জনশক্তি বা মানব সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা পূর্বের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে গেছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে কোম্পানি সংগঠনের বিকাশের ক্ষেত্রে ৫টি অনুকূল ও প্রতিকূল দিকসমূহ চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

- দেশী বিদেশী উদোক্তাদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহন, সরকারের বিনিয়োগবান্ধব নীতি ও কোম্পানী সংগঠন সম্পর্কে জনগনের ইতিবাচক মনোভাব অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় বর্তমানে যৌথ মূলধনী বিকাশের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করবে।
- যৌথ মূলধনী কোম্পানীর নেতিবাচক দিকও আছে। কোম্পানীসমূহের জবাবদিহিতার অভাব, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের বিভিন্ন আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও মনিটরিং এর অভাবে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা বিরাজ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্টক একচেঞ্জে নিম্নের কোন্‌টি ক্রয় বিক্রয় হয়?

ক) বন্ড খ) শেয়ার

গ) মুদ্রা ঘ) এলসি

২। সিডিবিএল এর পূর্ণরূপ কোন্‌টি?

ক) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরী অব বাংলাদেশ লিমিটেড খ) ক্রেডিট ডিপোজিটরী অব বাংলাদেশ লিমিটেড

গ) সেন্টাল ডিপোজিটরী ব্যাংক লিমিটেড ঘ) ক্রেডিট ডিপোজিট ব্যাংক লিমিটেড

পাঠ-৫.১৪ সাম্প্রতিককালের ব্যবসায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সাম্প্রতিককালের ব্যবসায় এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

মূখ্য শব্দ (Key Words)	বায়িং হাউজ, মাচেন্ডাইজিং, আউটসোর্সিং ও ডাটা এন্ট্রি ব্যবসায়

সাম্প্রতিককালের ব্যবসায়

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যবসায় বাণিজ্যে খুবই অগ্রসরমান। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে পণ্য ও সেবার যেভাবে পরিবর্তন আসছে, সেভাবে মানুষের চাহিদা ও অভ্যাসেরও পরিবর্তন ঘটছে খুবই দ্রুতগতিতে। বাংলাদেশে বর্তমানে যে কয়েকটি ব্যবসায় উল্লেখ্যযোগ্য তা নিচে আলোচনা করা হলো:

বায়িং হাউজ

এই ধরনের ব্যবসায় একটি মধ্যস্থ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এরা এক দেশ থেকে পণ্য ক্রয় করে আমদানিকারককে তা সরবরাহ করে থাকে। সহজভাবে বলা যায় বায়িং হাউস প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদেশী আমদানিকারকের সাথে দেশি রপ্তানিকারকের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায়, উৎপাদনকারী এবং বিদেশী ক্রেতা আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ের আনুষ্ঠানিকতা এবং নানা রকম জটিলতা পরিহার করতে চান। বায়িং হাউজ এক্ষেত্রে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

স্টক এক্সচেঞ্জ

মুলধন বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উইং হলো স্টক এক্সচেঞ্জ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শেয়ার বাজারের যে লেনদেন তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) নামক দু'টি শেয়ার বাজার রয়েছে।

স্টক এক্সচেঞ্জের কার্যাবলি:

১. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিগুলোকে তালিকাভুক্ত করা;
২. তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের জন্য স্ক্রিনের উপর স্বয়ংক্রিয় লেনদেনের ব্যবস্থা সরবরাহ করা;
৩. লেনদেনের নিষ্পত্তি করা;
৪. বাজার পরিচালনা, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করা;
৫. তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ;
৬. বিনিয়োগকারীদের জন্য অভিযোগ সেল গঠন;
৭. বিনিয়োগকারীদের তহবিলের সুরক্ষা;
৮. অনলাইনের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মূল্য সংবেদনশীলসহ অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করা।

শেয়ার বাজার বা স্টক এক্সচেঞ্জকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ব্রোকারেজ হাউজ বা সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ের দালালী ব্যবসায় বর্তমানে একটি অন্যতম ব্যবসায়। বাংলাদেশে ২০০৬ সাল থেকেই শেয়ার বাজারে অনলাইন ট্রেডিং বা ইন্টারনেটভিত্তিক শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় ৬৪টি জেলায় স্টক এক্সচেঞ্জের অনলাইন নেটওয়ার্কের আওতায় শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতিষ্ঠান বা ব্রোকারেজ হাউজ গড়ে উঠেছে। শেয়ার বাজারের বিনিয়োগে ইচ্ছুক যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এসব ব্রোকারেজ হাউজে বি.ও. একাউন্ট খুলে ঘরে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনের সাহায্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্রোকারেজ হাউজসমূহ ক্রয়-বিক্রয় শেয়ারের উপর কমিশন

এবং গ্রাহকদের নিকট থেকে বার্ষিক ফিস বা চার্জ আদায় করে থাকে। অন্যদিকে বিনিয়োগকারীরা শেয়ার ব্যবসায়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে থাকে। ফলে দেশে বহু শিক্ষিত বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

ক্ষুদ্র ঋণ

ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণে বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি রোল মডেল হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা প্রভৃতিসহ প্রায় ৬০০টি প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রমে নিয়োজিত আছে। এসকল প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি সাহায্য প্রতিষ্ঠান বা NGO (Non Governmental Organization) বলা হয়। বাংলাদেশে ২০০৬ সালে "ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন-২০০৬" এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (MCRA) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে দেশে ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (Micro Finance Institutions-MFI) গ্রামাঞ্চলে হতদরিদ্র মানুষদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

মার্চেন্ডাইজিং

উৎপাদিত বা ক্রয়কৃত পণ্য সম্ভাব্য ক্রেতার নিকট বিক্রয় করার যে কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় সেটাই হল মার্চেন্ডাইজিং। সম্ভাব্য ক্রেতার নিকট পণ্য বা সেবার গুণাগুণ তুলে ধরে তাকে পণ্য ক্রয়ে উৎসাহিত করা এবং ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমে সক্রিয় সহায়তা করা হয় মার্চেন্ডাইজিং এর মাধ্যমে। বর্তমানে 'মার্চেন্ডাইজিং' অন্য কোনো ব্যবসায়ের অংশ নয়, এটা নিজেই একটা স্বাধীন পেশা বা ব্যবসায়।

আউটসোর্সিং

কোনো একটি ব্যবসায়ের কাজ বাইরের কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করে নেয়ার প্রক্রিয়াকে আউটসোর্সিং বলা হয়। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ এটি। দেশে থেকেই তথ্য-প্রযুক্তির সাহায্যে বৈশ্বিক কাজের বাজারে ঘুরে বেড়ানোর ক্ষেত্রে পরিচিত একটি নাম বর্তমানে অনলাইন আউটসোর্সিং। তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর এই যুগে কাজের পরিধি এখন নিজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী উন্মুক্ত। আউটসোর্সিং কাজ পাওয়ার জন্য রয়েছে ইন্টারনেটভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগুলো পেশাজীবি এবং কাজদাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়। অনেক কাজ আছে যেগুলো প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে করা যায় না। যদিও করানো যায় তবে তার খরচ অনেক বেশি পড়ে এবং কখনও কখনও সময়ও বেশি লাগে। সেই প্রতিষ্ঠানগুলো তখন ওই কাজগুলো বাইরে থেকে করিয়ে নেয়। আর এটাকেই বলে আউটসোর্সিং।

ডাটা এন্ট্রি ব্যবসায়

ডাটা এন্ট্রি কী

তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ডাটা এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। ডাটা এন্ট্রি হচ্ছে কম্পিউটারের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ধরনের ডাটা একটি স্থান/প্রোগ্রাম থেকে অন্য আরেকটি স্থানে/ প্রোগ্রামে প্রতিলিপি তৈরি করা। ডাটাগুলো হতে পারে হাতে লেখা কোনো তথ্যকে কম্পিউটারে টাইপ করা অথবা কম্পিউটারের কোনো একটি প্রোগ্রামের ডাটা একটি স্প্রেডশিট ফাইলে সংরক্ষণ করা। কম্পিউটার ব্যবহারের শুরু থেকেই ডাটা এন্ট্রির ধারণা চলে এসেছে। বর্তামনে ইন্টারনেটের কল্যাণে তথ্যের আদান-প্রদান বিস্তৃত হয়েছে, সেই সাথে বেড়েছে বিভিন্ন ধরনের ডাটাকে সুবিন্যস্ত করে এর বহুবিধ ব্যবহার। তাই দক্ষ ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। এ ধরনের কাজগুলো একা বা দলগতভাবে সম্পন্ন করা যায় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের সাধারণ ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে যে কেউ এই ধরনের কাজ করে ঘরে বসেই বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারে।

কল সেন্টার

কল সেন্টার ধারণাটি অনেকের কাছে পরিস্কার নয়। কেউ কেউ মনে করেন এটা মোবাইল কোম্পানিতে চাকরি বা ফোন কল রিসিভ করা জাতীয় কিছু। এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু আসল বাস্তবতা হচ্ছে, কোম্পানিগুলো সবসময়ই চায় তাদের কাস্টমার সার্ভিস ২৪ ঘন্টা চালু থাকুক। এ জন্য তারা নির্ভর করে কল সেন্টারের ওপর। আন্তর্জাতিক কোনো ক্লায়েন্টকে

তারা কল সেন্টারের মাধ্যমে যুক্ত করতে চায় তাদের সার্ভিস নেটওয়ার্কে। যারা পুরোটাই প্রায় নির্ভর করে কল সেন্টারের ওপর।

কুরিয়ার সার্ভিস

মোঘল আমলে সংবাদ বা চিঠি বাহনের জন্য কবুতর বা পায়রাই ছিল প্রধান ভরসা। দিন বদলেছে, হাল সময়ে চিঠিই হোক কিংবা পরিবহণই হোক, অল্প সময়ে প্রাপকের ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য আছে কুরিয়ার সার্ভিস। ডাক ব্যবস্থার চেয়েও সহজ এবং দ্রুততম সময়ে তথ্য ও মালামাল আদান করার জন্য কুরিয়ার সার্ভিসের জুড়ি মেলা ভার। কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ছোটখাটো ডকুমেন্ট থেকে শুরু করে অনেক ওজনের যে কোনো পণ্য বা মালামাল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছানো যায়। চার্জ নির্ধারণ করা হয় সাধারণত পণ্যের গন্তব্যস্থলের দূরত্ব, ওজন এবং কতক্ষণ সময়ের মধ্যে পৌঁছাতে হবে তার উপর ভিত্তি করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	সাম্প্রতিককালের বিকাশমান আরো কয়েকটি ব্যবসায়ের নাম উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

- সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন ব্যবসায় জনপ্রিয় হয়েছে। বায়িং হাউজ, স্টক একচেঞ্জ, ক্ষুদ্র ঋণ, মাচেন্ডাইজিং, আউট সোর্সিং, ডাটা এন্ট্রি ব্যবসায়, কল সেন্টার, কুরিয়ার সার্ভিস ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সাথে নিম্নের কোন্‌টি সরাসরি জড়িত?
ক) কলসেন্টার খ) স্টক একচেঞ্জ
গ) আউট সোর্সিং ঘ) বায়িং হাউজ

২। পণ্য দ্রব্য একস্থান থেকে অন্য স্থনে স্থানান্তরের সাথে নিম্নের কোন্‌টির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে?
ক) মাচেন্ডাইজিং খ) ডাটা এন্ট্রি ব্যবসায়
গ) কুরিয়ার সার্ভিস ঘ) আউট সোর্সিং

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১। নুহাশ, তানভীর ও হায়দার তিন বন্ধু সমমূলধন দিয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। তারা চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন দালানকোঠা তৈরির কাজ করেন। এভাবে কনস্ট্রাকশন কাজ করতে গিয়ে বেশ অর্ডার পেতে লাগলেন। কিন্তু মূলধনের স্বল্পতার কারণে সেগুলি করতে পারছিলেন না। এমন সময় নুহাশের পরামর্শে তাদের আরো দুই বন্ধুকে ব্যবসায়ে এনে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। এর জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করে চিরন্তন অস্তিত্ব বিশিষ্ট ব্যবসায় সংগঠনের পরিণত করলেন।
ক. পরিমেল নিয়মাবলি কী?
খ. স্মারকলিপি অধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন?
গ. নুহাশদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম ব্যবসায় সংগঠনটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. তাদের ব্যবসায় ধরনের পরিবর্তনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করুন।

২। জনাব মোস্তাফিজসহ ১৭ জন উদ্যোক্তা ১০ কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে 'এবি এন্টাপ্রাইজ' নামক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন যার অনুমোদিত মূলধন ৫০ কোটি াকা। ব্যবসায় শুরুর প্রায় ২ বছর পরে জনাব মাহতাব নামক একজন সদস্য তার শেয়ার সন্তানের নামে হস্তান্তর করতে চেয়েও পারেন নি। অন্যদিকে জনাব শামীমসহ ৭ জন উদ্যোক্তা একত্র হয়ে একটি সংগঠন গড়ে তুলেন। পরবর্তীতে শেয়ার ছেড়ে মূলধন বৃদ্ধি করেন। চতুর্থ বছরে ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য পরিশোধিত মূলধন ১০০ কোটি থেকে ২০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হয়।
ক. পরিমেল নিয়মাবলি কী?
খ. শেয়ার হস্তান্তরযোগ্যতা বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা করুন।
গ. জনাব মোস্তাফিজদের ব্যবসায় সংগঠনটির সাথে কোন ব্যবসায় সংগঠনের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. দেশের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্দীপকে উল্লেখিত সংগঠন দুটির মধ্যে কোন্‌টির ভূমিকা অত্যধিক ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১ ঃ	১. খ	২. গ	৩. ক	৪. খ	৫. ক	৬. খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২ ঃ	১. খ	২. গ	৩. গ	৪. ক	৫. ক	৬. গ	৭. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩ ঃ	১. ঘ	২. ঘ					
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪ ঃ	১. ক	২. খ	৩. গ	৪. ঘ	৫. ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫ ঃ	১. খ	২. গ	৩. গ				
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬ ঃ	১. গ	২. ক	৩. গ				
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৭ ঃ	১. গ	২. ঘ					
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৮ ঃ	১. খ	২. ঘ					
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৯ ঃ	১. গ	২. ঘ	৩. খ	৪. ক	৫. গ	৬. খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১০ ঃ	১. ক	২. খ	৩. ক	৪. খ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১১ ঃ	১. ক	২. ঘ	৩. ক				
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১২ ঃ	১. খ	২. ক	৩. গ				
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১৩ ঃ	১. খ	২. ক					
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১৪ ঃ	১. ঘ	২. গ					